নভেম্বর ২০১৪, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২১

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

সিয়েনজা গভর্নরস্ সিম্পোজিয়াম

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

রাজশাহীতে স্কুল ব্যাংকিং

স্মৃতিময় দিন

বাংলাদেশ ব্যাংকে বেশ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হয়েছে যা চোখে পড়ার মতো।

মোহাম্মদ বাহাউদ্দীন
প্রাক্তন উপমহাব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার স্মৃতিময় দিনের এবারের অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন উপমহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ বাহাউদ্দীন। তিনি ১৯৬৬ সালের ১৮ আগস্ট তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে যোগদান করেন এবং ২০০৩ সালের ১৯ মার্চ উপমহাব্যবস্থাপক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অবসর গ্রহণ করেন। চাকরিজীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি বিভাগ, কৃষিঋণ পরিদর্শন বিভাগসহ ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগে কাজ করেছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন এই কর্মকর্তা কথা বলেন পরিক্রমা টিমের সাথে।

আপনার অবসর সময় কিভাবে কাটছে ?

আমি এখন পুরোপুরি অবসরে আছি। অবসরের পর আমি আর আমার স্ত্রী ঢাকাতেই বসবাস করছি। আমার এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলেমেয়ে দু'জনই সপরিবারে বিদেশে থাকে। তাদের খোঁজখবর নিয়ে ও নাতি-নাতনিদের সাথে গল্প করে আমার অবসর সময় বেশ আনন্দেই কেটে যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মকালীন অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলবেন কী ?

আমার চাকরিজীবনে সবার সাথেই সুসম্পর্ক ছিল। কখনও কারো সাথে সম্পর্কের অবনতি হয়নি। আমার অধীনে যারা কাজ করতেন তারা সবসময় আমাকে সহযোগিতা করেছেন। ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগে কাজ করেছি বেশ কিছুদিন, সেখানেও সবার সহযোগিতা পেয়েছি।

সস্ত্রীক প্রাক্তন উপমহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ বাহাউদ্দীন

ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগে দীর্ঘদিন কাজের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল ?

আমি বগুড়া অফিসে ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত চাকরি করি। বরিশালেও দুই বছর ছিলাম। তবে ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগেই সবচেয়ে বেশি সময় কাজ করেছি। বিভিন্ন ব্যাংকে পরিদর্শনের কাজ করতে হতো। সহকর্মীদের কাছ থেকে সবসময় সম্মান পেয়েছি।

আপনার সময়ের তুলনায় ব্যাংকের বর্তমান পরিবর্তনকে কীভাবে দেখছেন ?

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবর্তনকে আমি সাধুবাদ জানাই। ব্যাংকে এখন নতুন নতুন অনেক বিভাগ হয়েছে। আগে অল্প সংখ্যক বিভাগ ছিল। সময়ের সাথে সাথে নতুন বিভাগ চালুর পাশাপাশি কাজের পরিধিও বেড়েছে। আগে ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ ছিল একটি, বর্তমানে পরিদর্শন পরিচালনায় চারটি বিভাগ হয়েছে। এরকম আরও কিছু বিভাগ ভেঙ্গে একাধিক বিভাগ করা হয়েছে। কাজ এখন আগের তুলনায় বেশ দ্রুত হয়। এছাড়া লোকবল বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি বেশ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হয়েছে যা চোখে পড়ার মতো। এটা খুবই ভালো দিক।

পুরনো কর্মস্থল নিয়ে আপনার অনুভূতি কেমন ?

বাংলাদেশ ব্যাংকে আসতে বরাবরই আমার খুব ভালো লাগে। তাছাড়া ব্যাংক আমাদেরকে অবসরের পরও কিছু চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে। এজন্য আমাকে মাঝে মাঝে এখানে আসতে হয়। এখানে এলে আমার সমসাময়িক পরিচিতদের সাথে দেখা হয়, তাদের সাথে কুশল বিনিময় করি।

অবসর পরবর্তী স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কিছু বলুন।

আমি হার্টের অসুখের কারণে নিয়মিত ব্যাংকে চিকিৎসা সেবা নিতে আসি। ব্যাংকের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে আমাদের বিশেষ কিছু রোগের ঔষধ দেয়া হচ্ছে, সেইসাথে নিয়মিত স্বাস্থ্য চেকআপের জন্য বিনা খরচে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট যেতে পারছি। এই স্বাস্থ্যসেবা ব্যাংকের একটি মহতী উদ্যোগ বলে আমি মনে করি।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  লিজা ফাহমিদা
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  ইন্দ্রাণী হক
  আজিজা বেগম
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন
  তারিক আজিজ
- **আলোকচিত্র**
  মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংকের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৪ এর ১ম ব্যাচের সমাপনী ও সনদ বিতরণ এবং ২য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ৩ আগস্ট ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর এ. কে. এন আহমেদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিবিটিএ'র নির্বাহী পরিচালক মোঃ আতাউর রহমান।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে গভর্নর প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ প্রদান করছেন

প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং যারা প্রশিক্ষণ শুরু করতে যাচ্ছে তাদের সাফল্য কামনা করেন। সেসাথে প্রশিক্ষণ কোর্স সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ট্রেনিং একাডেমীকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ৮০% ও তদূর্ধ্ব নম্বর প্রাপ্তদের লেটার অব অ্যাপ্রিসিয়েশন প্রদান করা হয়। সার্বিক মূল্যায়নে প্রথম হয়েছেন নুসরাত জাহান লিপি, দ্বিতীয় হয়েছেন উত্তম চন্দ্র পাল এবং তৃতীয় হয়েছেন মোঃ তাওসিফ নেওয়াজ।

সহকারী পরিচালকদের নবীনবরণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৪'র ২য় দফায় নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালকদের নবীনবরণ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান এবং এস. কে. সুর চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর মহাব্যবস্থাপক আবু ফরাহ মোঃ নাছের অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে নবনিযুক্ত ৯১ জন সহকারী পরিচালককে স্বাগত জানানো হয়।

নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালকদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান

গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সফল কর্মকর্তা হবার লক্ষ্যে সবাইকে পেশাদারিত্ব বজায় রেখে সুষ্ঠু নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করতে সততা ও দক্ষতার সাথে সকলকে দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম বাংলাদেশ ব্যাংকের নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদেরকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান। ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী তার বক্তব্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সহকারী পরিচালকদের নিজেদেরকে উন্নয়নের মাধ্যমে শুধুমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংকেই নয় পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে, গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনের জন্য কাজ করে যাওয়ার পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজে কর্মকর্তাদেরকে আন্তরিক হওয়ার পরামর্শ দেন।

সিয়েনজা গভর্নরস্ সিম্পোজিয়াম ও সেন্ট্রাল ব্যাংকিং কোর্স ২০১৪ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়োজনে রাজধানীর একটি হোটেলে ২৩ আগস্ট ২০১৪ থেকে ছয় দিনব্যাপী SEANZA Central Banking Course এর আয়োজন করা হয়। SEANZA ফোরামের বর্তমান চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ কোর্সটির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল এবং ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক দেবাশিস্ চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী তাঁর স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থী এবং রিসোর্স পার্সনদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাত্রাতিরিক্ত ডেরিভেটিভস্যের ব্যবহার এবং শিথিল আর্থিক ব্যবস্থাপনার কারণে আর্থিক ব্যবস্থা ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে যা সামগ্রিক অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করেছে। আর্থিক খাত থেকে সংক্রমিত এই কুপ্রভাব সামগ্রিক অর্থনীতিকে দুর্বল করে ফেলায় ঐ দেশগুলোর সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডও ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ এই খাতের তত্ত্বাবধানের জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন করে চলেছে যার লক্ষ্য কেবলমাত্র ব্যাংকভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ করা নয়, বরং সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকি পর্যালোচনা করে সেই ঝুঁকি প্রশমিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর সাথে একসঙ্গে কাজ করা।

২৯তম SEANZA সেন্ট্রাল ব্যাংকিং কোর্সে বাংলাদেশসহ ১৪টি দেশের ৩৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর অ্যামেরিটাস ড. পিটার সিনক্লেয়ার প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে মোট ১৪ জন দেশি ও বিদেশি রিসোর্স পার্সন সামষ্টিক অর্থনীতি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং স্থিতিশীলতা ছাড়াও সাম্প্রতিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন।

এছাড়া ২৯ আগস্ট ২০১৪ থেকে দুই দিনব্যাপী SEANZA ইভেন্টের সর্বশেষ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ SEANZA গভর্নরস্ সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সম্মেলনটির উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সম্মেলনে নেপালের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক) এর গভর্নর ড. যুবরাজ খাতিওয়াদা এবং বাংলাদেশ, কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানের ডেপুটি গভর্নর ছাড়াও SEANZA ভুক্ত ১৪টি (বাংলাদেশসহ) দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মোট ২৯ জন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে বলেন, বৈশ্বিক আর্থিক মন্দা এবং পরবর্তী সময়কালে উন্নত দেশসমূহের সামষ্টিক অর্থনীতির অচলাবস্থা সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিভিন্ন আর্থিক নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের গৃহীত ব্যবস্থার ফলাফল ছিল অত্যন্ত তিক্ত। বিশ্বের বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাত্রাতিরিক্ত ঝুঁকি গ্রহণ, অপর্যাপ্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও কৌশল, এবং অনিয়ন্ত্রিত তারল্য ব্যবস্থাপনা সম্পদ বাজারে কৃত্রিম বুদবুদ (Bubble) সৃষ্টি করে, যা পরবর্তী সময়ে এসব দেশের পুরো অর্থনীতিকে পেছনের দিকে ঠেলে দেয়। এ থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে এই দেশগুলোর সরকার মুদ্রা এবং রাজস্ব নীতিমালার যে পরিবর্তন নিয়ে আসে, তার ফলাফল তাৎক্ষণিক অথবা দীর্ঘমেয়াদি উভয়ক্ষেত্রেই শতভাগ ফলপ্রসু ছিল না। তাই সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থিক খাত এবং সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা রক্ষা করা পূর্বের যে কোন সময়ের চাইতে এখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন, আর্থিক খাত এবং সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার বিষয় মাথায় রেখেই বাংলাদেশের রাজস্ব ও মুদ্রানীতির নীতি নির্ধারকগণ নিজেদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে রাজস্ব এবং মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে থাকেন এবং নীতি নির্ধারণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শগুলো আমলে নেন। অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন বর্তমানে ক্ষুদ্র এবং তৃণমূল পর্যায়ে উদ্যোক্তাদের জন্য এমন এক সুযোগ সৃষ্টি করেছে যার সুফল দেশের অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করার পাশাপাশি বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। উপস্থিত বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সিয়েনজা গভর্নরস্ সিম্পোজিয়ামে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে অংশগ্রহণকারী বিদেশি অতিথিবৃন্দ

চিফ ইকনোমিস্ট ইউনিটের সেমিনার অনুষ্ঠিত

সেমিনারে উপস্থাপিত গবেষণাপত্রের ওপর আলোকপাত করে গভর্নর বক্তব্য রাখছেন

বাংলাদেশ ব্যাংকের চিফ ইকনোমিস্ট ইউনিটের উদ্যোগে ৩১ আগস্ট ২০১৪ প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে গভর্নর ড. আতিউর রহমানের সভাপতিত্বে Selected Macroeconomic and Financial Sector Issues শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. হাসান জামান, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, সাবেক নির্বাহী পরিচালক মোঃ আব্দুস সাত্তার মিয়াসহ বিভিন্ন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ও অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে চিফ ইকনোমিস্ট ইউনিটের কর্মকর্তারা চারটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। গবেষণাপত্রগুলোর বিষয়বস্তু হলো- রেমিট্যান্সের চলমান মন্থর প্রবাহ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধির হার, দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস, সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের কর্মদক্ষতার ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রভাব। এছাড়া বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের পারস্পরিক সম্পর্কসহ সামষ্টিক অর্থনীতি ও আর্থিক খাত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনা ও সময়োপযোগী নীতি নির্ধারণের আবশ্যকতা এই গবেষণা পত্রগুলোতে তুলে ধরা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়োজনে ইতালিতে প্রবাসীদের মিলন মেলা

ইতালির মিলানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমানের সাথে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মিলন মেলা ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়োজনে জনতা এক্সচেঞ্জ ইতালির সহযোগিতায় ও মিডিয়া রিফ্লেক্স বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মালেক টিপুর পরিচালনায় এই মিলন মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট দিয়ে বরণ করে নেন জনতা এক্সচেঞ্জ, ইতালির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহবুবুর রহমান ও জনতা এক্সচেঞ্জ মিলানের কর্মকর্তারা। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান, রূপালি ব্যাংক লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক দেবাশীষ চক্রবর্তী, মিলান কনসুলেট অফিসের কনসাল জেনারেল রেজিনা আহমেদ এবং জনতা এক্সচেঞ্জ, ইতালির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহবুবুর রহমান।

'প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স দিয়ে বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিকভাবে অনেকটা স্বাবলম্বী' - গভর্নর ড. আতিউর রহমান

প্রবাস থেকে দেশে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে রেমিট্যান্স সার্ভিসের জন্য ইতালির জনতা এক্সচেঞ্জ, ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ, অরবিট মানি এক্সচেঞ্জ সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রদানকারী পাঁচজন প্রবাসীকে সম্মাননা প্রদান করে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রদানকারী পাঁচজন প্রবাসীদের হাতে এই সম্মাননার ক্রেস্ট তুলে দেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর বলেন, দেশ আজ অনেক এগিয়ে গেছে। আপনাদের পাঠানো রেমিট্যান্স দিয়ে বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিকভাবে অনেকটা স্বাবলম্বী। দেশে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করার পর থেকে দেশের সাধারণ মানুষ আজ অনেক নিশ্চিন্তে টাকা লেনদেন করতে পারছেন। এই মোবাইল ব্যাংকিংয়ের কারণে বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে নতুন পরিচিতি লাভ করেছে বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্মপরিচালক গোলাম মহিউদ্দিন এবং মোহাম্মদ বজলুল করিম। এছাড়া মিলান লোম্বার্দিয়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী এ মিলনমেলায় অংশগ্রহণ করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ গভর্নর জনতা এক্সচেঞ্জের মিলান শাখা পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকে এসএমই ব্যাংকিং ও রেমিট্যান্স পুরস্কার প্রবর্তন

এসএমই ব্যাংকিং পুরস্কার প্রবর্তন বিষয়ক সভায় নির্বাহী পরিচালকসহ অন্যরা

বাংলাদেশ ব্যাংক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে কর্মরত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এসএমই ব্যাংকিং কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রথমবারের মতো এসএমই ব্যাংকিং পুরস্কার প্রবর্তিত হতে যাচ্ছে। এসএমই ব্যাংকিং পুরস্কার ও মেলা আয়োজনের প্রস্তুতি হিসেবে ১২ অক্টোবর ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত। সভাপতিত্ব করেন এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মাছুম পাটোয়ারী। সভায় এসএমই বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এসএমই প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

এসএমই ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ মোট ১০টি ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কার প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর ফলে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএমই ব্যাংকিং কার্যক্রমে উৎসাহিত হবে। এছাড়া নভেম্বর ২০১৪ মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এসএমই ব্যাংকিং প্রোডাক্ট ও সেবাসমূহ উদ্যোক্তাদের নিকট উপস্থাপন এবং ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়িত উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শনীর লক্ষ্যে এসএমই ফাইন্যান্সিং মেলার আয়োজন করা হবে। মেলায় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

এসএমই ব্যাংকিং পুরস্কারের পাশাপাশি সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমবারের মতো অনিবাসী প্রবাসীদের জন্য 'বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড' প্রবর্তন করেছে। বাংলাদেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রবাসীদের ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ এবং ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রেরণে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এ পুরস্কার প্রদান করা হবে। ২০১৩ সালে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণ এবং বন্ডে বিনিয়োগের জন্য ২৫ জন অনিবাসী ও প্রবাসী বাংলাদেশিকে 'বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড' প্রদানের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হবে।

লাইব্রেরী রিসোর্সেস রি-ইস্যু ও রি-মাইন্ডার সুবিধা এবং জরিমানা কর্তন

বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরী সার্ভিসকে আরও একধাপ এগিয়ে নেবার লক্ষ্যে লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ লাইব্রেরী রিসোর্সেস 'রি-ইস্যু ও রি-মাইন্ডার সুবিধা এবং জরিমানা কর্তন' চালু করতে যাচ্ছে।

রি-ইস্যু ঃ একজন ব্যবহারকারী তার নামে ইস্যুকৃত লাইব্রেরী রিসোর্সসমূহ (রিজার্ভেশন না থাকা সাপেক্ষে) সর্বোচ্চ দুইবার রি-ইস্যু করতে পারবেন। প্রথমবার ব্যবহারকারী নিজে eLibrary (http://intranet.bb.org.bd/elibrary/index.php) তে login করার মাধ্যমে শুধুমাত্র একবারের জন্য রি-ইস্যু করতে পারবেন। দ্বিতীয়বার রি-ইস্যু করতে হলে ব্যবহারকারী Library Circulation Desk (ফোনঃ ৩৬৯৫ ও ৩৬৯৮ এবং ই-মেইলঃ (library.hod@ bb.org.bd) এর মাধ্যমে রি-ইস্যু করতে পারবেন।

রি-মাইন্ডার ঃ একজন ব্যবহারকারীর ই-মেইলে সর্বোচ্চ দুইবার রি-মাইন্ডার পাঠানো হয়। প্রথমবার নির্দিষ্ট রিসোর্সের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার চারদিন পূর্বে এবং ২য় বার উক্ত নির্দিষ্ট রিসোর্সের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার সাতদিন পর।

উল্লেখ্য, কোন নির্দিষ্ট রিসোর্সের Highly Reservation থাকা সাপেক্ষে লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ উক্ত রিসোর্সটি ফেরত দেবার জন্য ব্যবহারকারীকে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার আগেই ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে রি-মাইন্ডার পাঠানোর অধিকার সংরক্ষণ করে।

জরিমানা ঃ ইস্যুকৃত রিসোর্সের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রতিদিন প্রতিটি রিসোর্সের জন্য ২.০০ টাকা হারে জরিমানার বিধান রয়েছে। তাই প্রত্যেক ব্যবহারকারীকে ইস্যুকৃত রিসোর্স মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই রি-ইস্যু বা লাইব্রেরীতে ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন বিষয়ক আলোচনা

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান ভবনের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে অর্থবছর ২০১৩-১৪ এর আর্থিক প্রতিবেদনের উপর এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক বদরুল হক খান এবং প্রধান অতিথি ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া। আলোচনা অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় হিসাব শাখার কর্মকর্তাগণ আর্থিক প্রতিবেদনের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং বিভাগের সকল কর্মকর্তা উক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

আর্থিক প্রতিবেদন বিষয়ক আলোচনা সভায়
নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া বক্তব্য রাখছেন

Bangladesh Bank
www.bb.org.bd

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওয়েবসাইটে সব ব্যাংকের মুদ্রা বিনিময় হার

বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে সব বেসরকারি ব্যাংকের মুদ্রা বিনিময় হারের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওয়েবসাইটে তা যুক্ত করা হয়েছে। যা প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হবে। এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা তদারকি আরও সহজ হবে এবং গ্রাহকরাও উপকৃত হবে।

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা করলেও গ্রাহকরা মুদ্রার বিনিময় হার জানতে পারেন না। ফলে অনেকেই ব্যাংকে গিয়ে বিপত্তিতে পড়েন। এ কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিনিয়ত ডলার, স্টার্লিং, ইউরো, পাউন্ডের ব্যাংকভিত্তিক বিনিময় হার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে গ্রাহকরা সহজেই বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময় হার জানতে পারবেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকিও সহজ হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.bb.org.bd এর মূল পাতায় মুদ্রা বিনিময় হারের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

বরিশাল অফিস

প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমীর আয়োজনে ও বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের সহযোগিতায় ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তিন দিনব্যাপী Money and Banking Data Reporting শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

অংশগ্রহণকারীদের মাঝে মহাব্যবস্থাপক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রধান অতিথি হিসেবে কোর্সের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিবিটিএ'র উপমহাব্যবস্থাপক মাহফুজা খানম। বরিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন ব্যাংকের স্থানীয় প্রধান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপকগণ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, কোর্সে বিভিন্ন ব্যাংকের ৩৮জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্স কো-অর্ডিনেটর ছিলেন বিবিটিএ'র যুগ্মপরিচালক নাহিদ রহমান। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বরিশাল অফিসের যুগ্মপরিচালক আবুল কালাম আজাদ।

সদরঘাট অফিস

সীরাতুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক, সদরঘাট অফিসের মসজিদ কমিটি সীরাতুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ব্যাংক ভবনে দোয়া মাহফিল ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মোসলেম উদ্দিন প্রধান অতিথি ও উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুর রশীদ সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে সীরাতুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ী প্রতিযোগীদের মাঝে প্রধান অতিথি পুরস্কার বিতরণ করেন।

সীরাতুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

রাজশাহীতে স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স

শিক্ষা নগরীতে শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা

রাজশাহীতে স্কুল ব্যাংকিং মেলার উদ্বোধন করেন ডেপুটি গভর্নর

বাংলাদেশে উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান শহর রাজশাহী। আমের শহর বলে খ্যাত এ নগরীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলোর খ্যাতি দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। নামকরা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য রাজশাহী শহর শিক্ষানগরী নামেও পরিচিত। আর সেই শিক্ষানগরীতে এবার অনুষ্ঠিত হলো স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স। ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ রাজশাহীতে বাংলাদেশ ব্যাংক চত্বরে আয়োজিত সম্মেলন পরিণত হয়েছিল শিক্ষার্থীদের মিলনমেলায়। শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং সেবা গ্রহণে আকৃষ্ট করার এই আয়োজনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর বলেন, আর্থিক শিক্ষার প্রসার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার চেষ্টা চলছে। স্কুলে পড়াকালে শিক্ষার্থীদের ব্যাংকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম। এটি ব্যাংকিং জগতে যুগান্তকারী ব্যবস্থা। ডেপুটি গভর্নর জানান, স্কুল ব্যাংকিং কর্মসূচি গ্রহণের ফলে আঠারোর নিচের বয়সী স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা এখন নিজ উদ্যোগে ব্যাংকে হিসাব খুলতে পারছে। ব্যাংকের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে জানতে পারছে। অন্যদিকে অল্প বয়স থেকেই তাদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা গড়ে উঠছে, যা অর্থনৈতিক সেক্টরের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহীর নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মোফাজ্জল হোসেন, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এবং স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক দেবাশীষ চক্রবর্তী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। শিক্ষার্থীদের পক্ষে বক্তব্য রাখে রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী ইশরাত তাবাসসুম রোজা।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যকালে নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া বলেন, স্কুল ব্যাংকিংয়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা ব্যাংকিং সেক্টরে গতিশীলতা নিয়ে এসেছে। স্বাগত বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন জানান, স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স আয়োজনের ফলে এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ বিরাজ করছে, ইতোমধ্যে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী তাদের ব্যাংক হিসাব খুলেছে। সভাপতির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান বলেন, স্কুল অধ্যায় থেকেই ব্যাংকিং রীতি-নীতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে ধারণা জন্ম লাভ করছে তা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে উঠছে, যা আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে রাজশাহী অঞ্চলের ৩৭টি স্কুলের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিভিন্ন ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি অংশ নেন। কনফারেন্সে ফিন্যান্সিয়াল এডুকেশন বিষয়ে প্রেজেন্টেশন করেন যুগ্মপরিচালক গোলাম মহিউদ্দিন। দ্বিতীয় পর্বে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কনফারেন্স উপলক্ষে আয়োজিত স্কুল ব্যাংকিং মেলায় ব্যাংকিং সেক্টরের বিভিন্ন বিষয় জানার জন্য শিক্ষার্থী আর অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

উল্লেখ্য, স্কুলের শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং সুবিধা ও তথ্য-প্রযুক্তিগত ব্যাংকিং সেবার সঙ্গে পরিচিত করার লক্ষ্যে ২০১০ সালের ২ নভেম্বর স্কুল ব্যাংকিং বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মাধ্যমে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককে গুরুত্বের সঙ্গে দেশব্যাপী স্কুল ব্যাংকিং সেবা চালু এবং স্কুল ব্যাংকিংকে আর্থিক সেবাভুক্তিকরণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত ৬ লক্ষ ১৪ হাজার শিক্ষার্থী তাদের হিসাব খুলেছে, স্কুল ব্যাংকিংয়ের আওতায় খোলা এসব হিসাবে সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪শ ৭কোটি টাকা।

'স্কুল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে সঞ্চয় প্রবণতা গড়ে উঠছে' - ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী

■ প্রতিবেদক: সিদ্দিকুর রহমান সুমন
অফিসার, প্রটোকল উপ বিভাগ

চট্টগ্রাম অফিস

স্কাউট গ্রুপের নবাগত সভাপতির সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি স্কাউট গ্রুপের স্কাউট ডেনে ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ চট্টগ্রামের নির্বাহী পরিচালক ও স্কাউট গ্রুপের নবাগত সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দারের দীক্ষানুষ্ঠান ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। দীক্ষানুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক ও বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন) মোঃ আবদুল হক। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্কাউট গ্রুপের সহসভাপতি স্কাউটার আ. ম. ম ইফতেখার উল-হক। দীক্ষানুষ্ঠান পরিচালনা করেন গ্রুপ স্কাউট লিডার ও সম্পাদক সৈয়দ নাসির উদ্দিন। অনুষ্ঠান শেষে স্কাউট ও গার্ল-ইন-স্কাউটদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুল হককে ক্রেস্ট প্রদান করছেন চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক ও গ্রুপ সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার

আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, চট্টগ্রামের ২০১৪ এর আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক কাজী ইকবাল ইমাম। সভাপতিত্ব করেন ক্লাব সভাপতি আর, এম, জাহিদুল আলম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক দীনময় রোয়াজা, ক্রীড়া সম্পাদক রুবেল চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ মুজিবুল হক চৌধুরী।

নির্বাহী পরিচালক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করছেন

রাজশাহী অফিস

ডেপুটি গভর্নরকে সংবর্ধনা

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর ও অন্যান্য অতিথি

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরীর রাজশাহীতে আগমন উপলক্ষে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ব্যাংকার্স ক্লাব, রাজশাহীর পক্ষ থেকে স্থানীয় একটি হোটেলে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নরের সহধর্মিনী সুপর্ণা সুর চৌধুরী, প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান, রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মোফাজ্জল হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকার্স ক্লাবের সভাপতি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন।

বগুড়া অফিস

মহাব্যবস্থাপককে সংবর্ধনা

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মহাব্যবস্থাপককে শুভেচ্ছা জানানো হয়

বাংলাদেশ ব্যাংক বগুড়া অফিসে মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগীর যোগদান উপলক্ষে বগুড়া অফিসের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক স্টাফ কোয়ার্টার ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ৯ সেপ্টেম্বর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড এবং ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়ার সব সংগঠনের উদ্যোগে মহাব্যবস্থাপককে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। মহাব্যবস্থাপক তার দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এ সকল অনুষ্ঠানে বগুড়া অফিসের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা অফিস

চাকরিরত অবস্থায় মৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর স্বজনদের নিকট ক্রেস্ট হস্তান্তর

বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী খুলনা অফিসের নয়জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পরিবারবর্গকে ১ অক্টোবর ২০১৪

ক্রেস্ট গ্রহণকারীদের সাথে ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র

বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সমবেদনা জানিয়ে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। মহাব্যবস্থাপক ও ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র প্রয়াত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বজনদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন। সেসময় খুলনা অফিসের বিভিন্ন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ ও কল্যাণ শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জালনোট সনাক্তকরণসহ জালনোট ও ছেঁড়াফাটা নোট সম্পর্কে ব্যাংকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের

দুই দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রধান অতিথিসহ অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীরা

করণীয় সম্পর্কে ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় Detection, Disposal of Forged & Multilated Notes শীর্ষক দুইদিন ব্যাপী কর্মশালা। কর্মশালায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধি, বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাসহ মোট ৮০ জন অংশগ্রহণ করেন। খুলনা অফিসের দাবি শাখার ব্যবস্থাপনায় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিবিটিএ'র মহাব্যবস্থাপক শেখ আজিজুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক (কর্মশালার দিনে চলতি দায়িত্ব) এস, এম হাসান রেজা।

ব্যাংকার-উদ্যোক্তা ম্যাচমেকিং ইভেন্ট

স্বল্প পুঁজির ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের ব্যাংক ঋণ সুবিধা প্রাপ্তি সহজ করার লক্ষ্য নিয়ে এসএমই ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয় দিনব্যাপী এসএমই উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচ মেকিং ইভেন্ট। খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক ও ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আমজাদ হোসেন খান।

বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলে ব্যবসায়ের সাথে জড়িত এবং ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক এমন প্রায় ৫০ জন সম্ভাবনাময় ও যোগ্য নারী উদ্যোক্তা, মহিলা চেম্বার অব কমার্সসহ বিভিন্ন নারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সরকারি ও বেসরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

ব্যাংকার-উদ্যোক্তা ম্যাচ মেকিং ইভেন্টে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

জালনোট সনাক্তে মেশিন সরবরাহ

শারদীয় দুর্গাপূজা, ঈদ-উল-আযহা এবং প্রবারণা পূর্ণিমার প্রাক্কালে নতুন নোটের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে নোট জালকারী চক্রের অপতৎপরতা রোধকল্পে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের পক্ষ থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট মোট ৪১টি জালনোট সনাক্তকরণ মেশিন হস্তান্তর করা হয়। খুলনা অফিসের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্রর নিকট থেকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধিগণ মেশিনগুলো গ্রহণ করেন।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জালনোট সনাক্তকরণ মেশিন হস্তান্তর

বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রয়াস

মোঃবায়েজীদ সরকার

১৫ জুলাই ২০১৪ তারিখে ব্রাজিলের Fortaleza শহরে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ BRICS সম্মেলনে BRICS Bank নামে একটি বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক গঠনের আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মেই এর প্রাথমিক সদস্য দেশ ৫টি অর্থাৎ ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা। সদ্য প্রতিষ্ঠিত এ ব্যাংকটির সদর দপ্তর থাকবে চীনের সাংহাই শহরে এবং এর প্রথম নির্বাহী হবেন একজন ভারতীয়। শুরুতে ব্যাংকটির সদস্য দেশ ৫টি হলেও অন্যান্য দেশ ব্যাংকটির অংশীদার হতে পারবে তবে বাকি দেশগুলোর মোট শেয়ার কখনই ৪৫ ভাগের বেশি হবে না। প্রস্তাব অনুযায়ী কোনো দেশই এককভাবে ভেটো ক্ষমতার অধিকারী থাকবে না। ব্যাংকটি প্রাথমিকভাবে অবকাঠামোগত উন্নয়ন খাতে অর্থায়নে মনোনিবেশ করবে। ১০০ বিলিয়ন ডলারের মূলধন গঠনের পাশাপাশি সদস্য দেশগুলো সমপরিমাণ অর্থের সংকটকালীন বৈদেশিক মুদ্রা বন্দোবস্ত লাইনের [currency swap line] ব্যবস্থা করেছে [Badkar M., 2014]।

BRICS নামের উদ্ভব ২০০১ সালে। Goldman Sachs নামক আমেরিকায় নিবন্ধিত একটি বিনিয়োগ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ Jim O'Neill ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীন এই চারটি অতি দ্রুত উদীয়মান দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তুলে ধরেন। পরবর্তীতে এ ধারণার সাথে দক্ষিণ আফ্রিকাকে যুক্ত করা হয়। O'Neill ১৯৫৭সালে যুক্তরাজ্যের সাউথ ম্যানচেস্টারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা পেশায় একজন ডাকপিয়ন ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই O'Neill ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবের একজন একনিষ্ঠভক্ত ছিলেন। বিনা খরচে প্রিয় দলের খেলা দেখার সুযোগ লাভের আশায় তিনি Sheffield University তে ভর্তি হন। ২০০১ সালে তিনি Goldman Sachs এর প্রধান অর্থনীতিবিদ পদে উন্নীত হন এবং একই বছর নভেম্বর মাসে "Building Better Global Economic Brics"শীর্ষক নিবন্ধে উল্লিখিত সম্ভাবনার বিষয়াদি একীভূত করে প্রকাশ করেন। সেবছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে বিমান হামলার পর মার্কিন দর্শনমুখী বিশ্বায়নের পরিবর্তে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বিশ্বায়নের তাগিদ উপলব্ধি করেন। সর্বশেষ ব্যাংক হতে অবসর গ্রহণের পর ২০১৪ সালে তিনি ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অনারারি প্রফেসর হিসেবে নিযুক্ত আছেন [Tett. G., 2010]।

ভূ-রাজনৈতিক ও বিশ্ব অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে, পাশ্চাত্য উন্নয়ন দর্শনে উজ্জীবিত ব্রিটন উডজ গ্রুপভুক্ত বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল [IMF] এর বিদ্যমান প্রভাব কিছুটা হলেও খর্ব হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হবে। আর বিশ্বব্যাংক বা IMF এর বিকল্প একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সৃষ্টির পেছনে প্রতিষ্ঠান দু'টির মধ্যে দানা বেঁধে ওঠা অসম ভোটাধিকার ক্ষমতা একটি অন্যতম কারণ। উদাহরণস্বরূপ ইউরোপিয় দেশগুলো বিশ্ব উৎপাদনে শতকরা ১৮ ভাগ অবদান রাখলেও IMF এ তাদের ভোটাধিকার ক্ষমতা শতকরা ২৫ ভাগ। আবার BRICS ভুক্ত দেশগুলো বিশ্ব উৎপাদনে শতকরা ২৮৫ ভাগ অবদান রাখলেও IMF এ তাদের ভোটাধিকার ক্ষমতা শতকরা ১০৩ ভাগ [Pilling. D., 2014]। এসব বিষয়ের সঙ্গতি সাধনের প্রতিশ্রুতি দীর্ঘদিন ধরে বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এর জন্য কার্যকরী কোনো উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে নেয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, IMF এর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় European Monetary Fund [EMF] প্রতিষ্ঠিত হলেও Asian Monetary Fund [AMF] গঠনের প্রস্তাব IMF কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এসব ধূমায়িত ক্ষোভের সাথে উদীয়মান দেশগুলোর অর্জিত সক্ষমতা যুক্ত হয়ে ব্রিটন উডজ গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকল্প প্ল্যাটফর্ম গঠনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ পথ ধরে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা, মে ২০০৭সংখ্যায় প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাংকের বিকল্প ব্যবস্থা' [Sarker M.B, 2007] শীর্ষক গবেষণাপত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রবাসীদের মূলধন দিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের বিকল্প ব্যাংক গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। ফলে বাংলাদেশে NRB bank এর উদ্ভব ঘটেছে। পরবর্তীতে মে ২০১১ সংখ্যায় প্রকাশিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট ঃ এশিয়ার ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ' [Sarker, M.B, 2012] শীর্ষক নিবন্ধে বিদ্যমান এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের পরিবর্তে সম্পূর্ণরূপে এশিয় উদ্যোগে একটি 'এশিয়ান রিজার্ভ অ্যাসেট মার্কেট' গঠনের মাধ্যমে অভিন্ন এশিয় মুদ্রা চালুর প্রস্তাব করা হয়েছে। যাহোক, BRICS Bank গঠনোত্তর ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভিত্তিক সমাজতন্ত্রের পতনের পর বিশ্বশক্তিতে বিরাজমান অসাম্য অবস্থা সাম্যাবস্থার দিকে ধাবিত হতে পারে। একই সাথে বিশ্ব অর্থনীতিতে অসম প্রতিযোগিতা ও অসম নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে সুষম প্রতিযোগিতার পরিসর বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে প্রধানতম সীমাবদ্ধতা হলো, নতুন ব্যাংকটি মূলত মার্কিন ডলার নির্ভর ব্যাংক। ডলারের বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া ব্রিটন উডজ গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর বিকল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া এ ধরনের অর্থনৈতিক জোটভুক্তিকরণের [economic integration] ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমজাতীয়তা [homogeneity] একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান [Phatak et al, 2006]। কিন্তু BRICS ভুক্ত দেশগুলোতে এসব উপাদানের ক্ষেত্রে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। এক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা হলো অতি সম্প্রতি গ্রিস তাদের রাষ্ট্রীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Goldman Sachs এর পরামর্শ অনুসারে ইউরো জোনে ঢোকার জন্য দ্রুত দৌড়াতে গিয়েছে। ফলে দেশটির ইতিহাসে এখন প্রতিটি নাগরিককে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর উচিত নিজস্ব বিচার বিশ্লেষণ, বিস্তারিত গবেষণা ও পর্যালোচনা এবং প্রাক্কলিত নিট ফলাফলের ভিত্তিতে বিদ্যমান ও নতুন প্রতিষ্ঠানগুলোর বিষয়ে তাদের ভবিষ্যৎ ভঙ্গি নির্ধারণ করা।

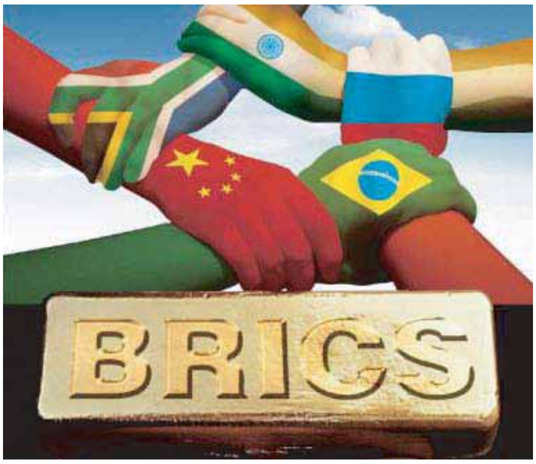

প্রাথমিক সদস্য দেশ ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা

■ *লেখক পরিচিতি : জেডি, চিফ ইকনোমিস্ট ইউনিট, প্র. কা.*

জলের দেশে, মাছের দেশে

হাসান শাহরিয়ার

চলনবিল। ভরা বর্ষায় যৌবনবতী এক অচেনা সুন্দরী। যেন সাদার মাঝে সবুজের পাড় দেয়া শাড়ি পড়ে রূপের পসরা সাজিয়ে প্রকৃতি প্রেমিকের প্রতীক্ষায়। আমার ছেলেবেলার এক বন্ধুর গ্রামের বাড়ি সেখানে। আমার স্ত্রীসহ তার সাথে যখন সেই গ্রামে পৌছলাম তখন সূর্য সেদিনের মতো বিদায়ের আয়োজনে ব্যস্ত। কি অদ্ভুত শান্ত আর সুন্দর গ্রাম! জলমগ্ন। কয়েকটি রাজহাঁস দুষ্টু ছেলের মতো ঘরে ফেরার কথা ভুলে দুরন্ত জলকেলিতে মত্ত হয়ে আছে। একটা হাঁস আবার তার ছানাদল নিয়ে বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওদের পিছু পিছু আমরাও পৌছে গেলাম গন্তব্যে।

চলনবিল ভ্রমণের কাহিনী কয়েকটি তথ্য দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। রাজশাহী বিভাগের তিনটি জেলায় (পাবনা, সিরাজগঞ্জ আর নাটোর) বিস্তৃত অংশে ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশের এই বৃহত্তম বিল। বর্ষা মৌসুমে ঢাকা থেকে রাজশাহী আসা যাওয়ার পথেও বাস বা ট্রেন থেকে চোখে পড়ে নয়নাভিরাম চলনবিলের একাংশ। প্রায় ১৫০০ গ্রাম নিয়ে ছড়িয়ে থাকা এই বিলের একসময় আয়তন ছিল প্রায় একহাজার বর্গমাইল যা

"সেখানে একদল কিশোর দাপাদাপি করছিল আর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে তুলে আনছিল মুঠোভরা শাপলা-শালুক

নির্ভীক শাপলা শিকারি

এখন কমে প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহপথ পরিবর্তনের সময় যখন যমুনার সৃষ্টি হয়েছিল তখন থেকেই এই বিলের জন্ম বলে মনে করা হয়। চলনবিলের মধ্যে দিয়ে বেশ কয়েকটি নদী বয়ে গেছে যার মধ্যে

ভরা মৌসুমে মৎস্যখনিতে মাছশিকারি

আছে আত্রাই, করতোয়া, বড়াল, তুলসী ইত্যাদি।

বন্ধুর গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার পরের দিন সূয্যিমামাকে হারিয়ে দিয়ে তার আগেই জেগে উঠলাম। ঘাটে গিয়ে দেখি নৌকা আমাদের জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে। বন্ধুকে নিয়ে আনাড়ি হাতে নৌকা চালানো শুরু করলাম। এলোমেলো যাত্রায় শুরু হলো অনন্য এক দিনের। জলের মাঝে গ্রামগুলোকে ভীষণ অচেনা লাগছিল। বাংলাদেশের সাধারণ গ্রামের মতো নয় এই জলঘেরা গ্রামগুলো। রাশি রাশি পানির মাঝে একেকটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ যেন। ছেলে-বুড়ো নৌকা নিয়ে যে যার কাজে ছুটছে। বইখাতা হাতে একদল শিশু হইচই করতে করতে স্কুলে যাচ্ছে। বন্ধুর কাছে জানলাম, যাদের নিজেদের নৌকা নেই, তাদের কেউ কেউ আবার সাঁতরেই স্কুলে যায়। কখনও দেখা যায়, পাশে একটা অ্যালুমিনিয়ামের পাতিল ভাসিয়ে তাতে জামাকাপড় রেখে যাত্রা শুরু করেছে স্কুলের জন্য। এদের মধ্যেই কেউ কেউ হয়তো ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির কাণ্ডারি হবে অথবা দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা বা অর্থনীতির হাল ধরবে। একই রক্ত-মাংসের, একই মেধা নিয়ে জন্ম নেয়া একটা শিশু বাবা-মায়ের হাত ধরে অথবা গাড়িতে চড়ে স্কুলে যাচ্ছে অন্যদিকে তারই মতো আরেকজনকে দিগম্বর হয়ে পোশাক আগলে সাঁতরে স্কুলে যেতে হচ্ছে। সত্যিই সেলুকাস! কি বিচিত্র এই দেশ!

যাই হোক, আরেকটা মজার ব্যাপার যে এখানে প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই নিজেদের অন্তত একটা নৌকা আছে। আর নারী-পুরুষ, ছেলে বুড়ো প্রায় সবাই নৌকা চালাতে জানে। এখানকার মানুষগুলো ভীষণ সহজ-সরল। তাদের কাছে শুকনা মৌসুমে চলনবিল নাকি একটা শস্যখনি যা আবার ভরা মৌসুমে রূপ নেয় বিশাল একটা মৎস্যখনিতে। নাম না জানা হরেক রকম দেশি মাছের ভাণ্ডার এ বিল। এখানে মেলে দেশি পুঁটি, গজার, বোয়াল, টেংরা, বাতাসী, খলসে, বাইন, চেরা, রাইখর, শৈল, টাকি ছাড়াও আরো কত নাম না জানা মাছ। সম্প্রতি এক গবেষণা অনুযায়ী, চলনবিলে প্রায় ৮০-৯০ প্রজাতির মাছের বাস যার মধ্যে ৯০ শতাংশই দেশিয় মাছ।

মাছেদের সাথে, জেলেদের সাথে সকালটা কাটল। জেলের জীবন, জলের জীবন দেখা, নানা বিচিত্র উপায়ে মাছ ধরা দেখতে দেখতে যে বেলা গড়িয়ে দুপুর হলো টেরই পাইনি। বাড়ি গিয়ে দেখি দুপুরে নানারকম মাছের আয়োজন। সত্যি বলতে কি, মাছ দিয়ে ভাত নয়, ভাত দিয়ে মাছ খেলাম। খাওয়া শেষে জিরোনোর একদম সময় নেই। কারণ মাঝি এসে গেছে ততক্ষণে। নৌকা আবার চলতে শুরু করলো গ্রামের ভেতর দিয়ে। একসময় সুবিস্তৃত জলরাশির মাঝে এসে পড়লাম। পানকৌড়িরা চৌকস ডুবুরির মতো জলের গভীর থেকে তুলে আনছিল শামুক/ঝিনুক। এরই মাঝে ঝুম বৃষ্টি নামল। নিস্তরঙ্গ জলে যেন নূপুরের নিক্কন। আরেকটু এগোতেই ছোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। শাপলা-শালুকের বিশাল রাজ্য! সেখানে একদল কিশোর দাপাদাপি করছিল আর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে তুলে আনছিল মুঠোভরা শাপলা-শালুক। আমার স্ত্রী গ্রাম্যবালিকার মতো তার চুলে কয়েকটা শাপলা গুঁজে নিল আর আমি ছেলেবেলায় দেখা লাটিমের মতো একপ্রকার ঘূর্ণি বানাতে বসে গেলাম।

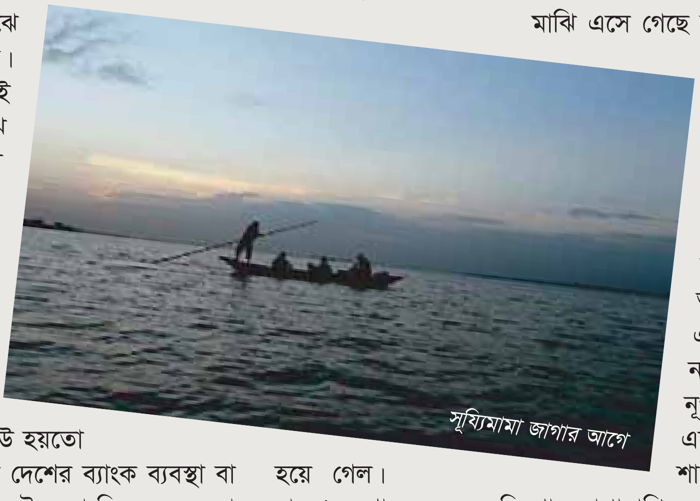

সূয্যিমামা জাগার আগে

রাতের খাবার শেষে শুরু হলো স্মৃতিময় নৌভ্রমণের শেষপর্ব- জোৎস্নাপর্ব। পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, মাঝির মনমাতানো সুর আর চাঁদের আলোয় প্লাবিত হলাম। জোৎস্নাস্নাত বিল, আশপাশের বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো গ্রাম, অনেক দূরে পানির মাঝে একটা দু'টো খড়ের গাদা, হঠাৎ উড়ে যাওয়া গাংচিল অথবা অন্যকিছু। চারপাশ কেন জানি অপার্থিব মনে হচ্ছিল। স্বপ্নের মতো লাগছিল সবকিছু। বাস্তব কখনও কখনও স্বপ্নের মতো হয়, কখনও বা তার চেয়ে বেশিই সুন্দর হয় !

■ *লেখক পরিচিতি : ডিডি, বিআরপিডি, প্র. কা.*

সাক্ষাৎকার

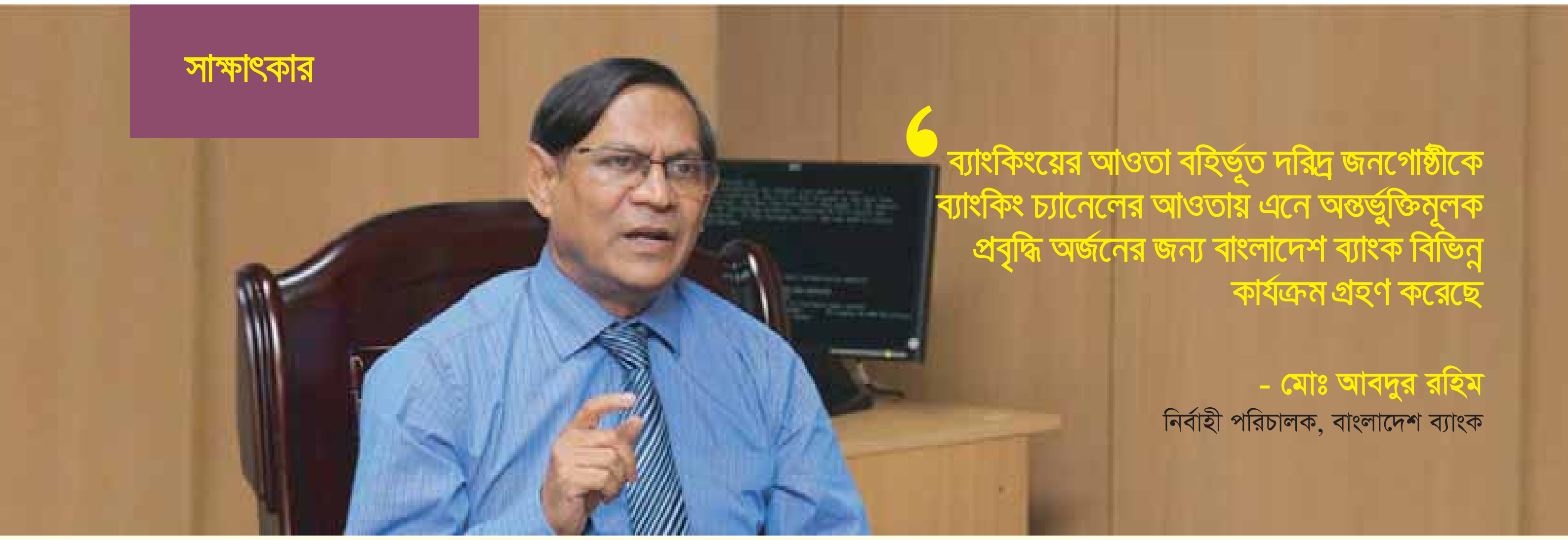

> ব্যাংকিংয়ের আওতা বহির্ভূত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং চ্যানেলের আওতায় এনে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে

- মোঃ আবদুর রহিম
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রহিম ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২ ও মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টের কাজের তত্ত্বাবধান করছেন। এ সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরিদর্শন কৌশল, পরিদর্শনের সফলতা ও মুদ্রানীতি প্রণয়ন বিষয়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অন্যান্য ব্যাংক পরিদর্শনের নতুন কৌশল বা আঙ্গিকগুলো নিয়ে কিছু বলবেন কি?

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন তথা সুপারভিশন কার্যক্রমকে প্রতিনিয়তই নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিগত স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ২০১০-১৪ এ একটি গতিশীল ও কার্যকরী সুপারভিশন নিশ্চিত করার জন্য বেশ কতগুলো কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের পরিদর্শন কার্যক্রমে নতুন কৌশল ও ধারণা গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - একই ভিত্তি তারিখ তথা ৩১ ডিসেম্বর তারিখের স্থিতির ভিত্তিতে সকল ব্যাংকের উপর বিশদ পরিদর্শন ও কুইক সামারি রিপোর্ট প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্যাংকসমূহের আর্থিক বিবরণীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনের কার্যকর প্রভাব নিশ্চিতকরণসহ বার্ষিক পরিদর্শন পরিকল্পনার পরিবর্তে ত্রৈমাসিক পরিদর্শন পরিকল্পনা গ্রহণ।

এছাড়াও ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম (আইএসএস) এর প্রবর্তন করা হয়েছে। ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যাংকসমূহের শাখা অফিসগুলোকেও নিয়মিত পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। আইএসএস'র মাধ্যমে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের পর ঝুঁকিবহুল ব্যাংক শাখাসমূহকে তাৎক্ষণিক পরিদর্শনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যাংকের এডি শাখাসমূহ প্রতি মাসে তাদের সার্বিক কার্যক্রম (যেমনঃ- balance sheet exposure, off-balance sheet exposure, credit information, foreign exchange business, প্রভৃতি) সংক্রান্ত তথ্য ওয়েব বেইজড রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে প্রদান করছে যা নিয়মিত ও নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

এছাড়াও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের উপর ডায়াগনস্টিক এক্সামিনেশন ব্যবস্থার প্রবর্তনসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটু বলুন।

দেশের ব্যাংকিং খাতে সুষ্ঠু পরিবেশ ও সময়োপযোগী তত্ত্বাবধান নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যেই অন-লাইন সিআইবি রিপোর্টিং, অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস, কোর ব্যাংকিং সলিউশন, অন-লাইন ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন মনিটরিং, এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউস ইত্যাদি চালু করেছে যেগুলো ব্যাংকিংয়ে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। এ ধারাবাহিকতায় ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম হচ্ছে ব্যাংকিং সুপারভিশনে নতুন মাত্রা। গভর্নর ড. আতিউর রহমান ৮ অক্টোবর ২০১৩ ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম সফটওয়্যারটির উদ্বোধন করেন। ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম ঝুঁকিভিত্তিক সুপারভিশনের কার্যকরী ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রমে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের দ্বারা একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হচ্ছে। সম্ভাব্য কম সংখ্যক তথ্য ব্যবহার করে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিতকরণ এ সিস্টেমের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

কতগুলো বিষয় নিশ্চিত করতে গিয়ে ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম সফটওয়্যার প্রস্তুতের কার্যক্রম গৃহীত হয়। যেমন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি শাখাসমূহের সুপারভিশন সংশ্লিষ্ট তথ্য ফ্রিকোয়েন্ট ওয়েব বেইজড রিপোর্টিংয়ের আওতায় আনা, যাতে কোন স্থানে কেবলমাত্র ইন্টারনেট/মোবাইল নেটওয়ার্ক থাকলেই রিপোর্ট করা সম্ভব হয়। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুপারভিশন সংশ্লিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের তথ্যমূলক ও বিশ্লেষণাত্মক ড্যাশবোর্ড প্রস্তুত করা এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী তথ্য-উপাত্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব পোর্টালে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফ-সাইট ও অন-সাইট সুপারভিশন সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ কর্তৃক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে সংগৃহীত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহকে সমন্বয়ের মাধ্যমে একক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অথবা ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিভিত্তিক তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ রিপোর্ট প্রস্তুত করা এবং ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর প্রয়োজনে ঝুঁকি ভিত্তিক তাৎক্ষণিক পরিদর্শন পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাংকগুলোকে যে নির্দেশনা দেয়া হয় তার বাস্তবায়ন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কতটুকু মনিটরিং করা হয় ?

পরিদর্শন কার্যক্রমের আওতাধীন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনের নিয়মিত পরিপালন নিশ্চিতকরণ অব্যাহত আছে।

পরিদর্শন বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিস্থিতি মনিটরিংয়ের দায়িত্ব বণ্টন করে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে যিনি পরিদর্শন করেছেন তার মাধ্যমে কোন ব্যাংকের পরিপালন যাচাই না করার বিষয়টি নিশ্চিতকরণের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকে। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনের পরিপালন নিয়মিতভাবে মনিটর করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণকালে পরিপালন জবাব প্রেরণের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। পরিপালন জবাব যথাসময়ে পাওয়া গেলে এর গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করা হয়। জবাব গ্রহণযোগ্য না হলে পুনরায় জবাব প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়। যথাসময়ে পরিপালন জবাব না পেলে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করা অথবা পত্র প্রেরণ/টেলিফোন মারফত পরিপালনের তাগিদ

দেয়া হয়।

ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয়ের উপর বিশদ পরিদর্শন শেষে প্রণীত প্রতিবেদন প্রেরণকালে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রাপ্তির দুই মাসের মধ্যে বিশেষ পর্ষদ সভা আহ্বানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরিদর্শনে প্রাপ্ত অনিয়ম, এ সংক্রান্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত হালনাগাদ পরিস্থিতি এবং পরিপালন পরিস্থিতি সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের মন্তব্য ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদকে সরাসরি অবহিত করা হয়। এর ফলে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের এ বিষয়টি মনিটরিং করার দায়-দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সাথে নিয়মিতভাবে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রক্রিয়াটি চলমান রয়েছে যা সুপারভিশনকে কার্যকর তথা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

অধিকন্তু, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২ এর সার্কুলার নং-০১/২০১০ মোতাবেক ব্যাংকের লিয়াজোঁ অফিসারের সাথে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত সভায় পরিদর্শনে উদ্ঘাটিত অনিয়ম দূরীকরণের বিষয়ে ব্যাংকের গৃহীত ব্যবস্থার সর্বশেষ অগ্রগতি অবহিত হয়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ব্যাংক ব্যবস্থাপনাকে পরামর্শ/নির্দেশনা দেয়া হয়ে থাকে।

ব্যাংক সুপারভিশনে পরিদর্শনের সফলতা কতটুকু বলে আপনি মনে করেন?

কোন্ ব্যাংক কতটুকু নিয়মাচার মেনে ব্যাংকিং করছে তা সুপারভিশনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। এ বিষয়টি পরিদর্শনে সরেজমিনে যাচাই করা হয়ে থাকে বলে কার্যকর সুপারভিশনের ক্ষেত্রে এর সাফল্য অনস্বীকার্য। ব্যাংক সুপারভিশনে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য রয়েছে।

'ব্যাংক সুপারভিশনে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য রয়েছে'
- মোঃ আবদুর রহিম, নির্বাহী পরিচালক

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যকর, ফলপ্রসু ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ তাৎক্ষণিক সূত্র (ready reference) হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে কর্পোরেট মেমোরি প্রস্তুত করা হয়েছে। কর্পোরেট মেমোরিতে পরিদর্শনে প্রাপ্ত গুরুতর অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের নিমিত্তে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অন-লাইন ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ব্যবহৃতব্য/ব্যবহৃত সফটওয়্যারে সাদৃশ্য/সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অন-লাইন ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম চিহ্নিতকরণে পরিদর্শকদের সম্যক ধারণা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে। বর্তমানে ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যাংক ও এর এডি শাখাসমূহ প্রতি মাসে তাদের সার্বিক ব্যাংকিং কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ওয়েব বেইজড রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে প্রদান করছে যার দ্বারা নিয়মিত ও নিবিড় পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এ রিপোর্টিং হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের পর ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/শাখাসমূহকে তাৎক্ষণিক পরিদর্শনের আওতায় আনা হচ্ছে। অতি সত্বর ব্যাংকগুলোর সকল শাখাকে এ রিপোর্টিংয়ের আওতায় আনা হবে। অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো সকল শাখার সুপারভিশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে যা সুপারভিশন কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও কার্যকর করবে।

পরিদর্শনে প্রাপ্ত অনিয়ম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং অফসাইট সুপার-ভিশন সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সুপারভিশন কার্যক্রমের সাথে জড়িত বিভাগগুলোর মধ্যে নিয়মিত বিনিময়ের মাধ্যমে অধিক ফলপ্রসু সুপারভিশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়া/পদ্ধতি প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে। এটি সম্পন্ন হলে ব্যাংক সুপারভিশনে পরিদর্শনের কার্যকর ভূমিকা ও সাফল্য অনেকগুণ বেড়ে যাবে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পাশাপাশি মূল্যস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ-এ দ্বৈত ভূমিকায় মুদ্রানীতি প্রণয়নের কার্যকর পদ্ধতি কোনটি বলে আপনি মনে করেন।

টেকসই উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টির চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি পরিমিত/সহনীয় পর্যায়ে রাখার দ্বৈত লক্ষ্যে মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা হয়। মুদ্রানীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রথমত মুদ্রা সরবরাহের নিরাপদ সীমা নির্ণয় করা হয়। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় নির্দিষ্ট বছরের জন্য নির্ধারিত প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ৪টি খাতের আন্তঃক্রিয়া (Interaction) বিবেচনা করে মূল্যস্ফীতির একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। একটি নির্দিষ্ট বছরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা এবং মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রার সাথে অর্থের আয় গতি (Velocity of Money) হিসাবায়নের মাধ্যমে ঐ বছরের জন্য অর্থ সরবরাহের নিরাপদ সীমা বা প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়। অর্থ সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রাকে মধ্যবর্তী লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চূড়ান্ত লক্ষ্য (goal) অর্জনের জন্য পরিচালিত।

মধ্যবর্তী লক্ষ্যমাত্রা (অর্থ সরবরাহের প্রবৃদ্ধি) অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ মুদ্রা কর্মসূচি বা ব্যবহারিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। মুদ্রা সরবরাহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তারল্য সমন্বয়ে রিজার্ভ মুদ্রাকে ব্যবহারিক লক্ষ্য হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ ব্যবহারিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন হাতিয়ার প্রয়োগ করে যেমন, CRR, SLR, discount rate, নীতি সুদ হার (রিপো ও রিভার্স রিপো) এবং খোলা বাজার কার্যক্রম (T.bill, T.bond, BB bill, repo, reverse repo)। সাপ্তাহিক খোলা বাজার কার্যক্রমের মাধ্যমে মুদ্রা বাজারের তারল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অপরদিকে, রিপো ও রিভার্স রিপো কার্যক্রমের মাধ্যমে দৈনন্দিন তারল্য ব্যবস্থাপনা বা রিজার্ভ মুদ্রা লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রাখা হয়।

এ ছাড়া, ব্যাংকিংয়ের আওতা বহির্ভূত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং চ্যানেলের আওতায় এনে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (inclusive growth) অর্জনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই, কৃষি, মহিলা উদ্যোক্তা এবং গ্রিন ব্যাংকিংয়ের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যা মূল্যস্ফীতি সৃষ্টি না করেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছে। বর্তমান সংকুলানমুখী মুদ্রানীতিতে মুদ্রা সরবরাহ এমন পর্যায়ে রাখা হয় যাতে প্রবৃদ্ধি অর্জন নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি যেন লাগামহীন না হয় তাও বিবেচনায় আনা হয়।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

ব্যাংকিং সেক্টরে ইনসলভেন্সি রিস্ক সূচক

জেড-স্কোর (Z-score)

শামীম আরা

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সাথে অর্থনীতিতে যে উন্নয়ন বা বিকাশ চলছে সেই ধারায় ব্যাংকিং সেক্টরের তৎপরতাও আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বিশ্বায়নের ধারায় বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য ব্যাংকিং সেক্টরের আরও উন্নয়ন প্রয়োজন। স্বাধীনতার পর থেকে পর্যায়ক্রমে এদেশে ব্যাংকিং সেক্টরের অগ্রগতি বেশ লক্ষণীয়। বর্তমানে বাংলাদেশে 4th generation বা ৪র্থ প্রজন্মের ব্যাংকিং চলছে। ধাপে ধাপে ব্যাংকের সংখ্যাও বাড়ছে। দেশে এখন ৫৬টি তফসিলি ব্যাংক কাজ করছে। তার মধ্যে ৪টি সরকারি ব্যাংক, ৯টি বিদেশি ব্যাংক, ৪টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৭টি ইসলামি ব্যাংক এবং অন্যগুলো বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ব্যাংকিং সেক্টরসহ দেশের অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ ব্যাংককে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হয়। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মাঝে মাঝেই ব্যাংকিং খাতে বিভিন্ন ধরনের shocks বা আঘাত আসে। যার ফলে পুরো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। দেশের মানি মার্কেটসহ ক্যাপিটাল মার্কেটে সরাসরি এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব আমাদের অর্থনীতিকে রীতিমতো অসুস্থ করে ফেলে। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে এমন আঘাত বার বার আসছে। বার বার কু-ঋণসহ নানান ধরনের ফটকা কারবারির দ্বারা ব্যাংকগুলোর অবস্থান নাজুক হয়ে পড়ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনেক দায়িত্বের মধ্যে একটি হলো ব্যাংকগুলোকে রক্ষা করা এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার মুদ্রানীতি, অন্যান্য নীতি নির্ধারণ এবং অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের সাহায্যে ব্যাংকগুলোর সার্বিক অবস্থা জেনে সঠিক এবং যুগোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক সাধারণত CAMEL rating সহকারে Basel-I, Basel-II, CRG, CRR, SLR, Repo, Reverse Repo সহ নানান নির্ণায়ক দ্বারা ব্যাংকগুলোর আর্থিক অবস্থা জেনে নিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়। বিশ্বায়নের এই যুগে আরও বেশি গবেষণাসহ নতুন নতুন প্রযুক্তি ও নির্ণায়ক গ্রহণ করে ব্যাংকগুলোর প্রতি নজরদারি বাড়িয়ে দেয়া যায়। নির্ণায়কগুলোর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নির্ণায়ক হলো জেড স্কোর (Z-score)যার দ্বারা ব্যাংকগুলোর ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি পরিমাপ করা যায়। এই স্কোর ব্যবহার করে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকের (তফসিলি ব্যাংক) আর্থিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশসহ অনেক দেশেই এখন এই নির্ণায়ক নিয়ে কাজ করছে এবং কোথাও কোথাও এর প্রয়োগও হচ্ছে। তাই বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান নির্ণায়কের মধ্যে এই জেড স্কোর সংযোজন করে ব্যাংকগুলোর আর্থিক অবস্থা জেনে নেওয়া যেতে পারে।

এখন এই জেড স্কোর কি তাই জানার চেষ্টা করি। জেড স্কোর হলো একটি Bank Insolvency Risk Index। এটার মান যত বেশি হবে ততই ব্যাংক solvency এর দিকে যেতে থাকবে। সর্বপ্রথম রয় (১৯৫২) এই নির্ণায়কের কথা বলেন। তিনি তার গবেষণায় বলেছেন- বর্তমান লোকসানের সম্ভাবনা যদি ক্যাপিটালকে ছাড়িয়ে যায় এবং এটার মান তখন ১/(জেড স্কোর)^২ এর সমান অথবা কম হয় সেক্ষেত্রে একটি ক্যালকুলেশন এবং সেখান থেকেই এই Bank Insolvency Risk Index (জেড স্কোর) বের করা হয়েছে। এর অর্থ হলো যদি জেড স্কোরের মান বড় হয় তবে লোকসানের সম্ভাবনা কমতে থাকবে। রয় এর গবেষণার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে জেড স্কোরের নিম্নের ফর্মুলা তৈরি হয়েছে।

জেড স্কোর = $$Z = \frac{ROA + \sum\left(Equity / Asset\right)}{S_r}$$

ROA = Return on Asset
Equity = Total Bank Equity
Asset = Total Bank Asset
S_r = Standard deviation of ROA

বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরের তথ্য নিয়ে জেড-স্কোরের একটি টেবিল উপস্থাপন করা হলো-

জেড-স্কোর : (সরকারি ব্যাংক লিঃ, প্রাইভেট ব্যাংক লিঃ এবং ইসলামি ব্যাংক লিঃ)

টাকা (মিলিয়ন)

বছর/ব্যাংক	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
সরকারি ব্যাংক	৫.০৮	২৪.০৬	১২.৪৩	১১.৯০	২.৫৮
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	১৮.৫০	১৪.২৬	১৭.১৬	১৬.০৫	৫.৭১
ইসলামি ব্যাংক	৫০.৭৫	১০.৫৪	১৩.৫৫	-৯.২৭	১২.৪৩
*আইসিবি ইসলামি ব্যাংক	-০.৭০	-১.৩৯	-১২.২৫	-৯৮.৪০	-১.৫৬

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন এবং ব্যাংকগুলোর বার্ষিক রিপোর্ট

উল্লিখিত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সরকারি ব্যাংকগুলোর অবস্থা অন্যদের তুলনায় দুর্বল (২০০৯ সাল ছাড়া)। এখানে আরও উল্লেখ্য, ইসলামি ব্যাংকের মধ্যে আইসিবি ইসলামি ব্যাংক লি: এর জেড স্কোর নেগেটিভ হওয়ার কারণে সব ইসলামি ব্যাংকের জেড স্কোরের মান কমে গিয়েছে। আইসিবি ইসলামি ব্যাংকের জেড স্কোর বাদ দিলে উপরিল্লিখিত তথ্য থেকে বলা যায় ইসলামি ব্যাংকের অবস্থা অন্যদের তুলনায় অনেক ভালো। এর পরের অবস্থানে রয়েছে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং সবশেষে সরকারি ব্যাংক।

জেড স্কোর এমন একটি নির্ণায়ক যার দ্বারা আমরা ব্যাংকের solvency অনায়াসেই অনুধাবন পারি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ তথ্য দ্বারা সহজেই ব্যাংকগুলোর অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে পারে। ব্যাংকিং সেক্টরের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের তদারকির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ ধরনের আরও নতুন নতুন নির্ণায়ক গ্রহণ করলে ব্যাংকিং খাতের ঋণ ঝুঁকির বিষয়সহ নানান ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনে তা সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে।

■ *লেখক পরিচিতি : জেডি, পরিসংখ্যান বিভাগ, প্র. কা.*

অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন ফ্রান্সের জঁ তিহল

ফরাসি অর্থনীতিবিদ জঁ তিহল এ বছর অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ১৪ অক্টোবর ২০১৪ সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে পুরস্কার বিজয়ী হিসেবে জঁ তিহলের নাম ঘোষণা করা হয়। জঁ তিহল ১৯৫৩ সালে ফ্রান্সের থোয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৮ সালে প্যারিস ডফিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত শাস্ত্রে ও ১৯৮১ সালে ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি করেন। তিনি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম একজন প্রভাবশালী অর্থনীতিবিদ।

জঁ তিহলের মূল কাজের ক্ষেত্র হলো সামষ্টিক অর্থনীতি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, গেম থিওরি ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাজারে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে তার গবেষণা কাজের ওপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন দেশে তৈরি হয়েছে অ্যান্টিট্রাস্ট বা প্রতিযোগিতা আইন। জঁ তিহল তিন দশকের বেশি সময় ধরে 'বাজার ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ' নিয়ে গবেষণা করছেন।

অর্থনীতিবিদ জঁ তিহল

জঁ তিহলের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ঘোষণার পরপরই ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান ক্রিস্টিয়ান নয়্যার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'বাজার ক্ষমতা নিয়ে তিহলের কাজ ফ্রান্সে মন্দা মোকাবিলায় খুব কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। তার এ পুরস্কার প্রাপ্তি অর্থনীতিতে ফ্রান্সের অর্থনীতিবিদদের অনবদ্য কাজের স্বীকৃতি।' ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ে গণমাধ্যমকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিহল বলেন, 'ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা বেশ দুরূহ একটি কাজ। এক্ষেত্রে আমাদের মতো অর্থনীতিবিদদের আরও কাজ করার সুযোগ রয়েছে। জনগণের টাকা নিয়ে ব্যাংকগুলো যেন জুয়া খেলতে না পারে সে জন্য নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও কঠোর হতে হবে।' তিনি মনে করেন, বিশ্ব ব্যাংকিং ব্যবস্থা গুটিকয়েক ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে, যা একচ্ছত্র মনোপলি বা অলিগোপলির চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। এ ব্যাংকগুলোতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নজরদারি ও তদারকি আরও শক্তিশালী করতে হবে।

হাজার বছরের পুরনো তাম্র মুদ্রার সন্ধান লাভ

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের একজন বিল্ডার লরেন্স এগারটন একটি প্রাচীন রোমান বাড়ির পাশের জমিতে চতুর্থ শতকের প্রায় ২২,০০০ তাম্রমুদ্রার সন্ধান পেয়েছেন। মুদ্রাগুলো যে জায়গায় পাওয়া গিয়েছে, তার পাশেই প্রত্নতত্ত্ববিদরা ইতিপূর্বে খনন করে একটি রোমান বাড়ি আবিষ্কার করেন। এই এলাকায় এগারটন প্রথমে ছোট দুটি মুদ্রা দেখতে পান। তারপর মেটাল ডিটেকটর দিয়ে মাটির নিচে মুদ্রার অস্তিত্ব বুঝতে পারেন। পরে বেলচা দিয়ে খুঁড়ে মুদ্রাগুলো দেখতে পান। বিশেষজ্ঞদের মতে, মুদ্রাগুলো কন্সটানটিনপল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তৈরি এবং সম্রাট কন্সটানটাইন দি গ্রেটের প্রতিকৃতি সংবলিত। একজন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, মুদ্রাগুলো সম্ভবত তখনকার সময়ের কারো সঞ্চয় হতে পারে।

প্রাচীন সমাজে ব্যাংক ব্যবস্থা ছিল না। তাই মানুষ বিপদের সময় অথবা দূরে ভ্রমণে যাওয়ার আগে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তাদের সঞ্চিত সম্পদ লুকিয়ে রাখত। তেমনই কেউ হয়তো তার মূল্যবান সঞ্চয় লুকিয়ে রেখেছিল। তিন দিন খননের পর মুদ্রাগুলো উদ্ধার করা হয়।

কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে মুদ্রাগুলো শুধুমাত্র জাদুঘরে হস্তান্তরযোগ্য বলে ঘোষণা দিয়েছে। একজন বিশেষজ্ঞ গার্ডিয়ান পত্রিকাকে বলেন, তখনকার দিনে তাম্র মুদ্রাগুলো মাত্র চারটি স্বর্ণমুদ্রার সমমূল্যের হলেও বর্তমানে এগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম। মুদ্রাগুলো যেখানে পাওয়া গিয়েছে, জায়গাটি ব্যবহারে এগারটনের লাইসেন্স ছিল। তাই মুদ্রাগুলোর মূল্য এগারটন ও জমির মালিক ভাগ করে নিবে। টেলিগ্রাফের রিপোর্টে বলা হয়, ২৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৩৪৮ খ্রিস্টাব্দের মুদ্রাগুলো সম্প্রতি সাময়িকভাবে ব্রিটিশ জাদুঘরের প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে। তবে রয়াল আল্‌বার্ট স্মৃতি জাদুঘর এগুলো কেনার চেষ্টা করছে। একটি মুদ্রা স্মারক চিহ্ন হিসেবে নিজের সংগ্রহে রাখার ইচ্ছা এগারটনের।

প্রাচীন তাম্রমুদ্রা

ইসলামি অর্থায়ন বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছে আইএমএফ

আইএমএফ (IMF) সম্প্রতি তাদের বাৎসরিক সভায় ইসলামি অর্থায়নের উপর গঠিত উপদেষ্টা দলের সাথে আলোচনা শুরু করেছে। ৯ অক্টোবর ২০১৪ ইসলামি অর্থায়নের উপর গঠিত আন্তঃবিভাগীয় কার্যকরী দল (IDWGIF) ইসলামি অর্থায়নে মুখ্য নীতিগত বিষয়সমূহ এবং শরিয়াহ্‌ ভিত্তিক ইসলামি বন্ডের (SUKUK Market) উন্নয়নে এক সভায় মিলিত হন। উপদেষ্টা দলটি ক্রমবর্ধমান ইসলামি বন্ড খাতের সাথে আইএমএফ গৃহীত উদ্যোগগুলোর সমন্বয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আন্তঃবিভাগীয় কার্যকরী দলটি (IDWGIF) এ বছরের শেষ নাগাদ ইসলামি অর্থায়নের উপর উক্ত খাতের বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে একটি আলোচ্যসূচি প্রস্তুতের চেষ্টা করবে এবং ২০১৫ সালে এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের একটি সম্মেলন আয়োজন করবে। সভায় আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় সঠিক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিমূলক কাঠামো, মূলধন ও তারল্য ক্ষেত্রে ব্যাসেল-৩ এর শর্তসমূহ বাস্তবায়ন এবং শরিয়াহ্‌ ও কর্পোরেট গভর্নেন্স বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হয়। পাশাপাশি গতানুগতিক সুদভিত্তিক অর্থায়ন ও লাভ-লোকসান ভিত্তিক ইসলামি অর্থায়নের মধ্যে লেভেল প্লেইং ফিল্ড প্রস্তুতে করণীয় এবং ক্ষুদ্র ও মধ্যম আকারের ব্যবসায় ইসলামি অর্থায়নের অংশগ্রহণ বাড়াতে করণীয় নিয়েও আলোচনা হয়। এছাড়া, সভায় অংশগ্রহণকারীরা ইসলামি শরিয়াহ্‌ ভিত্তিক বন্ড মার্কেটের (SUKUK Market) উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ অর্থায়ন, তারল্য ব্যবস্থাপনায় ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকাণ্ডে এ বন্ডের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন।

ইসলামি অর্থায়ন শিল্পের নীতিগত সমস্যাগুলো নির্ধারণে সহায়তা প্রদান ও সেগুলোর সাথে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে আইএমএফ (IMF)- এ উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছে।

ইসলামিক ফাইনান্সিয়াল বোর্ড, দি অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফাইনান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন্স, দি ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফাইনান্সিয়াল মার্কেট এবং দি ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক লিক্যুইডিটি ম্যানেজমেন্ট কর্পোরেশনের সমন্বয়ে এই উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

■ *গ্রন্থনা : আনোয়ার উল্যাহ্‌, এডি, ডিসিপি*

কবিতা

জীবনের শ্রেষ্ঠ কামাই
মোঃ শাহ্জাহান নূরী

আমরা যারা সকাল সন্ধ্যায় রমনা পার্কে ভ্রমণকারী,
পার্কের আশেপাশেই আমাদের বাড়ি।
সকালের ঘুমকে করি হারাম,
জগিং শেষে টের পাই প্রাতঃভ্রমণ কি যে আরাম।
এখানেই হাঁটতে গিয়ে যেটুকু ঘামাই,
সেটা আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কামাই।
শ্রমজীবীর বস্ত্র ভেজা এ ঘাম আপনা আপনিই ঝরে,
চাকুরিজীবী এ ঘাম ঝরাতে কত কসরতই না করে।
রমনা পার্কের গাছপালা, কীটপতঙ্গ ও পাখির মুখরিত কলরব,
প্রকৃতি আপন মহিমায় জানান দেয় সৃষ্টির মূলে আছেন একজন রব।
হাঁটা শেষে ক্লান্ত দেহে খুঁজে নিই আপন ঠিকানা শুভক্ষণ,
যেখানে কোরআন শুনে, দোয়া কালাম পড়ে,
মোনাজাতে কাটাই কিছুক্ষণ।
এখানে চলমান ঘটনা প্রবাহে শেয়ার করি স্বাধীন মতামত,
মনে হয় তখন নিরপেক্ষ বিবেকই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আদালত।

কবি পরিচিতি : ডিজিএম, আইন বিভাগ, প্র.কা.

যেভাবে আমার মৃত্যু হলো
মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ্ চৌধুরী

তোমায় নিয়ে যদি কবিতা লিখি হবে বেদনার ত্রয়োদশ কাহন
গল্প লিখি হবে ট্রাজেডি, প্রবন্ধ লিখি হবে হারানো বিজ্ঞপ্তি।

তোমায় ভেবে হেঁটে গেলে চৌরাস্তায় আমি পথ হারাবো
নাইতে গেলে ঝিলের জলে, নির্ঘাত ডুবে মরবো
দেখতে গেলে স্বপ্ন, কোনোদিন ফিরতে পারব না বাস্তবে।

তোমায় নিয়ে যদি রাফ খাতায় আঁকি মার্জিন, হবে সুরমা নদীর মোহনা
আঁকি কোনো ছবি, হবে কারবালা প্রান্তর
লিখতে যাই স্বরবর্ণ, হবে উচ্চাঙ্গ সংগীত।

তোমায় ভেবে যদি চোখ রাখি চাঁদে, চাঁদ হবে একখণ্ড মেঘ
যদি হাত রাখি জলে, জল হবে হেমলক ফোয়ারা
হেঁটে যাই পাহাড়ে, হবে মরা বৃক্ষের ঘুণে ধরা কাষ্ঠ ।

সেইদিন তোমায় ভেবে হাসলাম, অবাক হল সবাই
কাঁদলাম, রক্ত ঝরে গেলো আকাশ থেকে
ভালোবাসলাম, ফিরে গেলো যমদূত।

বুকের ভেতর তোমায় নিয়ে ঘুমাতে গেলাম,
খবর পাঠালো সে আসবে না, বসে থাকলাম, থেমে গেলো সময়
দাঁড়ালাম ব্যালকনিতে, হয়ে গেলো সাহারা মরুভূমি।

যেদিন, তোমায় ছুঁলাম, হলাম কুষ্ঠ রোগী
চোখ রাখলাম চোখে, সেদিন হতে আমি অন্ধ
শুনলাম তোমার গীত-বিতান, হলাম আমি বধির
প্রাণ সঁপিলাম তোমায়, মৃত্যু হলো আমার।

কবি পরিচিতি : অফিসার (ক্যাশ), চট্টগ্রাম অফিস

প্রসঙ্গ প্রসঙ্গ শুদ্ধ ভাষা

সুবলকুমার বণিক

বন্ধুপ্রতিম নয়

'চিন আমাদের বন্ধুপ্রতিম দেশ'
বাক্যটি পড়ে পণ্ডিত ক'ন, 'বেশ!'
ভোলানাথ তার উসকোখুসকো চুল
চুলকিয়ে বলে, 'কোথায় আবার ভুল ?'
কাগজেও লেখে রেডিও টিভিতে বলে
বইপুস্তকে বক্তৃতাতেও চলে।'
পণ্ডিত ক'ন, 'বলব তোদের কত ?
বন্ধুপ্রতিম মানে বন্ধুর মতো।
'বন্ধু' কে যদি 'বন্ধুর মতো' বলো
আক্ষেপে তার চোখ হবে ছলোছলো।
'বন্ধুপ্রতিম' বললে সে দূরে যাবে
'বন্ধু' বললে তখন নিকটে পাবে।
সুতরাং লেখো শুধুই বন্ধু দেশ
বন্ধুর মনে থাকবে না আর ক্লেশ।'

[দুটি দেশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের উষ্ণতা বোঝাতে ইদানীং 'বন্ধুপ্রতিম' শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষত কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানের ভিন্নদেশে সফরের সময় বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে এই শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে যায়। এরকম বাক্যের দৃষ্টান্ত: 'চিন আমাদের বন্ধুপ্রতিম দেশ।'

এখন বিচার করে দেখা যাক, 'বন্ধুপ্রতিম' শব্দের অর্থ কী? 'প্রতিম' মানে 'তুল্য', 'সদৃশ', 'ন্যায়', 'মতো'। তাহলে 'বন্ধুপ্রতিম' শব্দের সোজা অর্থ হচ্ছে 'বন্ধুর মতো'। পুরোপুরি বন্ধু নয়, বন্ধুর মতো বা বন্ধুস্থানীয়। ব্যাপারটি তাহলে কী দাঁড়াল ? 'চিন আমাদের বন্ধুপ্রতিম দেশ' বলে আমরা বোঝাতে চেয়েছিলাম, চিনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড়। অথচ শব্দের ভুল প্রয়োগের ফলে তার মানে দাঁড়াল, চিন আমাদের পুরোপুরি বন্ধু নয়, বন্ধুর মতো। এভাবেই শব্দের অপপ্রয়োগ প্রত্যাশিত অর্থকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। সম্পর্কের উষ্ণতা না বুঝিয়ে তাকে কিছুটা শীতলতার মধ্যেই বরং নিক্ষেপ করেছে। আসলে আমরা বলতে চাই 'বন্ধুদেশ'। কিন্তু ভুল করে বলি 'বন্ধুপ্রতিম দেশ'। আমরা কেন এই ভুল করি ? এর মূল কারণ হল, সহজ কথাটি সহজভাবে না বলে আমরা ভারিক্কি শব্দ ব্যবহার করতে চাই। আমরা ভাবি, এ ধরনের ভাবগম্ভীর শব্দ ভাষার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু এটা একেবারেই ভুল ধারণা। যা-ই হোক, 'বন্ধুপ্রতিম দেশ' নয়, সোজাসুজি লিখতে হবে 'বন্ধুদেশ'। ভাষাকে অহেতুক ভাবগম্ভীর করতে গিয়ে বন্ধুকে দূরে ঠেলে দেয়া ঠিক নয়। যাকে কাছে টেনে আনতে চাই, ভাষাগত বিভ্রাট ঘটিয়ে কেন তাকে দূরে ঠেলব ?

তবে 'বন্ধুপ্রতিম দেশ' বলাটা রীতিসম্মত না হলেও 'ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ' কিন্তু অনায়াসেই ব্যবহার করা যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে 'বন্ধুপ্রতিম' কি দোষ করল ? দোষ বা গুণের কথা নয়। কথা হচ্ছে, যে আমার 'ভাই' নয়, সে কিছুতেই আমার ভাই হতে পারে না, তাই আমরা বলি 'ভ্রাতৃপ্রতিম' বা 'ভাইয়ের মতো'। কিন্তু 'বন্ধু' তো হওয়া যায়, তাহলে আমরা কেন বলব 'বন্ধুপ্রতিম'? আমরা বলি 'পিতৃপ্রতিম', আবার বলি 'মাতৃসমা'। এখানেও সেই একই কথা। অন্য কেউ আমার পিতা বা মাতা হতে পারেন না; তবে কেউ যদি তার হৃদয়ের মহত্ত্ব দিয়ে পিতা বা মাতার স্থান অধিকার করতে পারেন, তখনই আমরা তাকে 'পিতৃপ্রতিম' বা 'মাতৃসমা' বলে আখ্যায়িত করি। সোজা কথায় ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, অন্য কেউ ইচ্ছে করলেই ভ্রাতা হতে পারেন না, তাই 'ভ্রাতৃপ্রতিম', অন্য কেউ ইচ্ছে করলেই পিতা হতে পারেন না, তাই 'পিতৃপ্রতিম', অন্য কেউ ইচ্ছে করলেই মাতা হতে পারেন না, তাই 'মাতৃসমা'। কিন্তু বন্ধু যেহেতু ইচ্ছে করলেই হওয়া যায়, তাই সোজাসুজি 'বন্ধু' কিছুতেই 'বন্ধুপ্রতিম' নয়।

তাই বলে 'বন্ধুপ্রতিম' শব্দটি কি কোন ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যাবে না ? যাবে না কেন, যাবে। যেমন, তিনি আমাদের শিক্ষক, কিন্তু আমাদের সঙ্গে বন্ধুপ্রতিম আচরণ করেন।']

লুসি

কামরুজ্জামান চৌধুরী

আজমির ভাবতে পারেনি লুসি যে এভাবে হারিয়ে যাবে। তার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সাথী। শুধু সাথীই নয় হতাশা কাটানোর অবলম্বন বলা যায়। আজমির শিক্ষিত বেকার। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে অনার্স শেষের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়েছে চাকরির বয়স। এদিকে চাকরি বাদ দিয়ে অন্য কিছু করার ইচ্ছেও নেই। মাস্টার্সের ফল এখনও প্রকাশই হয়নি। বয়স শেষ করে চাকরির খোঁজে ঢাকা শহরে। পরিবারের আর সবার কাছেও যেন সে আজ বোঝা। দিন দিন তার প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা বেড়ে যাওয়ায় সে রাগ করে ইমনের কাছে চলে আসে। তার বেকার জীবনে যখন সে কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছেনা তখন তার বন্ধুর বাসায় সে আশ্রয় পায়। আর বন্ধু ইমন ধনী বাপের একমাত্র সন্তান। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে বড় অঙ্কের ঘুষ দিয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে।

সকালে ইমন অফিসের উদ্দেশে বেরিয়ে গেলে লুসি আজমিরের কাছে আসে। লুসি নামটাও আজমির দিয়েছে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেছে
-তোর নাম আজ থেকে লুসি ----- কি নামটা পছন্দ হয়েছে ?
লুসি মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।
তাকে খাবার দিলে ধীরে ধীরে খায়, এরপর চলে কথোপকথন।
সে জিজ্ঞেস করে- কি-রে আজকের খাবারটা কেমন হলো, ভালোতো ?
ও দুবার চোখ বুজে জানায় ভালো।
আবার আজমির বলে- তবে যে সবটুকু খেলিনা ?
সে ইশারায় জানালো- পেট ভরা তাই।
টিভি দেখবি ? ফুটবল খেলা ?

লুসি এবার কোনো জবাব না দিয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকে আর আজমির তখন রিমোট ঘুরিয়ে কার্টুন চ্যানেল দেয়। এবার লুসি একটু নড়েচড়ে বসে আর মাথা উঁচিয়ে টিভি স্ক্রিনে চোখ রাখে। টিভি দেখতে দেখতে ঝিমুতে থাকে। আজমির লুসিকে বিছানায় ডাকে এবং দেখে ততক্ষণে লুসি মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপর আজমির নিজের কাজে অথবা দিবা নিদ্রায় মগ্ন হলে কখন যে লুসি চলে যায় তা সে বুঝতেই পারেনা।

বন্ধু ইমন অফিস থেকে ফিরলে লুসিকে নিয়ে আজমির তার অলস দিনের বর্ণনা করে। ইমন হা হা করে হাসে। একসময় ইমন বলে– এভাবে কি জীবন কাটবে, বন্ধু ? এই বেকার জীবন আর কতদিন ?
আজমির বলে- বর্তমানে বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা প্রায় তিন কোটি। আমাকে নিয়েই তো তিন কোটি না ?
ইমন বললো– বেকারত্বের এ ধারা চললে ২০১৫ সালে বেকারের সংখ্যা ছয় কোটিতে গিয়ে ঠেকবে। আজকের পত্রিকায় এসেছে এর পেছনে আছে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অবকাঠামোগত অনুন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার অবনতি, কারিগরি শিক্ষার অভাব, নিয়োগে দলীয়করণ ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব কারণে দিন দিন বেকারত্বের হার বাড়ছে।
ইমন এবার একটু গলার স্বর ভারি করে বললো- যাই হোক, যা বলতে চাইছিলাম। আমি একটা বিদেশি ট্রেনিংয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি।
- কবে যাচ্ছিস ?
- না এত শিগগিরই না।
- আরে আসল কথাটা বলেই ফেলনা।
- আসল কথা ?
- মানে আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে এই তো।
- আ-------রে আমি কি তাই বলেছি নাকি! কি বুঝতে কি বুঝছিস।
- আমি ঠিকই বুঝেছি।
- ঘোড়ার ডিম বুঝেছিস।
- আরে বাবা বলতে তুই লজ্জা পাচ্ছিস কেন ?
ইমন এবার সত্যিই রেগে যায়- যদি তা ভাবিস তবে তাই।
- বেশ আমি আজই এবং এক্ষুণি চলে যাবো।
- তবে তাই কর।
কথাটা শেষ করে ইমন ছাদে চলে যায় নির্মল বাতাসে গা ঠাণ্ডা করতে। আর আজমির জিনিসপত্র গুছাতে থাকে। এমন সময় লুসি ঘরে ঢোকে এবং আজমির দেখতে পায় লুসির পায়ের ক্ষতটা। আজমির বিচলিত হয়ে ইমনের বাসা ছেড়ে চলে যাবার কথা আপাতত মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে। ভাবে আগে লুসিকে সুস্থ করতে হবে পরে অন্যকিছু। কিন্তু তারতো পকেটে একটা টাকাও নেই। সাথে সাথে ছাদে গিয়ে ইমনকে বলে- লুসির পা কেটে গিয়েছে আর মলম পট্টির জন্য ৫০ টাকা লাগবে।
ইমন হাত বাড়িয়ে ১০০ টাকা দেয়। বলে ভাংতি নেই।
টাকাটা নিতেই ইমন বলে উঠে- এক কাজ কর, তুই লুসিকেই বিয়ে করে ফেল। প্রতিউত্তর না দিয়ে আজমির দ্রুত নিচে নেমে আসে।

যাত্রাভঙ্গ হওয়ায় সেদিন আর যাওয়া হলো না। আসলে লুসির টানেই আজমির যেতে পারেনি একথা সত্য। এরপর ইমনের সাথে নেহাত প্রয়োজন ছাড়া আজমিরের কথা হয়না। একদিন হঠাৎ ইমন বাইরে থেকে এসে বলল- লুসি নিচে অ্যাকসিডেন্ট করেছে।
চিৎকার দিয়ে ওঠে আজমির- অ্যাকসিডেন্ট ?
তারপর দ্রুত নিচে নেমে যায় কিন্তু না রাস্তায় একছোপ রক্ত ছাড়া কিছুই পায়না।
ফিরে এসে বলে- এরকম ফাজলামি না করলেও পারতিস।
-আরে ফাজলামি না সত্যি আমি লুসিকে দেখেছি।

কয়েকদিন যাবৎ লুসিকে না আসতে দেখে আজমিরের সন্দেহটা ঘনীভূত হলো। সত্যি সত্যি লুসি আর এ জগতে নেই এবার সে বুঝতে পারল। এর কয়েকদিন পরে একদিন লুসির মতো ম্যাঁও ম্যাঁও শব্দে ঘুম ভাঙ্গে আজমিরের। তখন সে হাতের কাছে পাওয়া পেপারওয়েটটা ছুঁড়ে মারে।

■ *লেখক পরিচিতি : উপসহকারী প্রকৌশলী, সিএসডি-২, প্র. কা.*

ইন্টারনেটে **বড়** সাইজের ফাইল শেয়ারিংয়ের সহজ উপায়

আমরা অনেক সময় দূরের বন্ধুদের সাথে ছোট বড় অনেক ফাইল শেয়ার করতে চাই। কিন্তু অনেকেই জানিনা যে, শুধুমাত্র ইন্টারনেট ব্যবহার করে কোনো ফাইল শেয়ারিং সাইটে কোনো e-mail অ্যাকাউন্ট ছাড়াই খুব সহজে ফাইল শেয়ার করা যায়। এ জন্য প্রথমেই *http://justbeamit.com* এই সাইটে যান। এরপর Drag & Drop এর মাধ্যমে ফাইল সিলেক্ট করুন। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা লিঙ্ক তৈরি হবে। এই লিঙ্কটা বন্ধুর কাছে পাঠান।

আপনার বন্ধু এই লিঙ্কটা অ্যাড্রেস বারে কপি করে দিয়ে ফাইলটি ডাউনলোড করতে পারবেন। আর একটা কথা- যতক্ষণ না ফাইল ডাউনলোড কমপ্লিট হয় ততক্ষণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাকে পিসি অন

রাখতে হবে।

সর্বোচ্চ ৫০০ মেগাবাইট ফাইল এভাবে শেয়ার করা সম্ভব। ইন্টারনেট স্পিডের উপর ভিত্তি করে ৫০০ মেগাবাইটের বড় ফাইলও শেয়ারিং সম্ভব।

লেখক: মোঃ ইকরামুল কবীর,
সহকারী মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (এডি),
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
ই-মেইলঃ kabir.ekramul@bb.org.bd

নেট বিনোদন

এই যে ছোট্ট বন্ধুরা আমাকে আগে খেতে দাও, কেমন ?

কুঁড়ে ঘর হলে কি হবে, এসি ছাড়া আমি আবার ঘুমাতে পারি না!

পূর্বপুরুষ বানর ছিল তো তাই

নোংরা পানিতে সাঁতার কাটতে একটুও ভালো লাগে না....

সুপারভিশনের তীর্থস্থান ব্যাসেলে কয়েকদিন

নূরে আসমা নাদিয়া

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা বাণিজ্যিক ব্যাংক, কর্মস্থল যেখানেই হোক না কেন - ব্যাংকিং সেক্টরে কাজ করছেন অথচ ‘ব্যাসেল’ নামটি শোনেননি এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না বললে অত্যুক্তি হয় না। কেননা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেমন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য অবশ্যপালনীয় ব্যাসেল গাইডলাইন্স প্রণয়নের কাজ করে, তেমনি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও তা প্রতিটি ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পরিপালনের জন্য নিরলস কাজ করে থাকে।

সুইজারল্যান্ডের উত্তর প্রান্তে এক ছোট্ট শহরের নাম ব্যাসেল; আপাতদৃষ্টিতে ছোট হলেও এটি সুইজারল্যান্ডের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। এই শহরেরই প্রাণকেন্দ্রে Bank for International Settlements (BIS) এর ভবনে (স্থানীয়রা এটিকে ‘বিস্ টাওয়ার’ অথবা ‘টাওয়ার অব বাসেল’ নামে চেনেন) অবস্থিত ‘Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)’ এর সদর দপ্তর।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কয়েক বছর কাজ করার সূত্রে আমারও সুযোগ হয়েছিল এই প্রসিদ্ধ শহরটিতে পদার্পণ করার। গত ৯-১১ সেপ্টেম্বর Financial Stability Institute (FSI) এবং International Association of Deposit Insurers (IADI) এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ‘Bank Resolution Crisis Management and Deposit Insurance Issues’ শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ করি। আলোচ্য সেমিনারটিতে ৬০টি দেশ থেকে মোট ১১০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সবাই ছিলেন সংশ্লিষ্ট দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অথবা ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন/সংস্থার কর্মকর্তা। IMF, BIS, IADI, FSI, FSB, Federal Reserve Bank, European Banking Authority (EBA), Bank of England (BoE) প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হতে আগত মোট ২৬ জন বক্তার সবাই ছিলেন স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ। তিনদিনের এই সেমিনারে কার্যকর ব্যাংক রেজ্যুলেশনের জন্য আবশ্যকীয় উপাদানসমূহ, এতে ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্সের ভূমিকা, ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স সিস্টেমের মূল নীতিসমূহের পরিমার্জন, দুর্বল ব্যাংকসমূহ চিহ্নিতকরণ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছিল ; প্রায় প্রতিটি সেশনেই ছিলেন একাধিক বক্তা।

টাউন হল

ক্রস-বর্ডার ব্যাংক রেজ্যুলেশনের ক্ষেত্রে অধিকতর জটিল দিক যেমন- হোম ও হোস্ট সুপারভাইজারের মধ্যে তথ্য বিনিময়, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ ও নন-ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ দেশসমূহের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান ইত্যাদির ওপর প্যানেল ভিত্তিক আলোচনা ছিল। কয়েকজন বক্তা তাদের নিজেদের দেশের রেজ্যুলেশন প্ল্যানিংয়ের ওপর কেস স্টাডি উপস্থাপন করেন, যা খুবই তথ্যবহুল ও সময়োপযোগী ছিল।

ওখানে প্রায় সাড়ে আটটার দিকে সূর্য অস্ত যায় বলে প্রতিদিনই সেমিনারের শেষে সুযোগ হয়েছিল ব্যাসেল শহরে ঘোরার। ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ব্যাসেল পৌঁছেই আমরা (যেহেতু পরিবারসহ গিয়েছিলাম) চার দিনের জন্য মোবিলিটি পাস সংগ্রহ করি, যা দিয়ে শহরের ভিতরে চারদিন বাস ও ট্রামে যত খুশি ততবার ভ্রমণ করা যাবে। প্রথম দিনই গিয়েছিলাম শহরটিকে উত্তর-পূর্বে দুই ভাগে বিভক্ত করে বয়ে যাওয়া রাইন নদী দেখতে, এটি সুইজারল্যান্ডের দীর্ঘতম নদীও বটে। নৈসর্গিক সৌন্দর্যমণ্ডিত নদীর তীরে এক জায়গায় একটি পয়েন্ট নির্দিষ্ট করা আছে, যার নাম Dreiländereck অর্থাৎ তিনদেশের মিলনস্থল। এখানে সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স এবং জার্মানির সীমান্ত মিলিত হয়েছে। এটি একটি অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ। নদীর পাড় ধরে হেঁটে হেঁটে আমরা সুন্দর সুন্দর সব স্থাপনা দেখছিলাম। এখানকার সবচেয়ে বড় ক্যাথেড্রাল Baseler Münster

রাইন নদীর পাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর সুন্দর সব স্থাপনা

দেখলাম, লাল বেলে পাথরে রোমান ও গথিক স্থাপত্যরীতিতে তৈরি এই ক্যাথেড্রালের আঙ্গিনা হতে রাইন নদী ও এর দু’ধারের বসতির প্যানোরমা দৃশ্য দেখা যায়, যা সত্যিই অনন্য। শৌখিন পর্যটকদের জন্য খেয়া নৌকা করে নদী পারাপারের ব্যবস্থাও আছে। আরেকটি দর্শনীয় স্থান হলো Markplat, যেটি চতুর্দশ শতকে তৈরি Rauthaus বা টাউন হল, খুব সুন্দর; দেখার মতো আরও আছে Messe Platz, Tinguely Fountain, Spalentor City Gate, Basel Zoo, Basel University, Roche, Novartis এর অফিস ইত্যাদি ; শহরের ম্যাপ হাতে নিয়ে ট্রামে উঠে বসলেই এর অনেকগুলো দেখে শেষ করা যায়, যেহেতু শহরের আয়তন খুব বড় নয়। তবে ব্যাসেলে সবচেয়ে বেশি আছে মিউজিয়াম। এখানে ললিতকলা, শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র, ইতিহাস, প্রাণীবৈচিত্র্য, শিল্প-কারখানা এমনকি খেলনা, কার্টুন ইত্যাদির ওপর বিষয়ভিত্তিক প্রায় ৪০টিরও বেশি মিউজিয়াম আছে, নিঃসন্দেহে এগুলো শিল্প-বোদ্ধাদের মনের খোরাক মেটায়, যদিও সময় স্বল্পতার জন্য কোন মিউজিয়ামেই যাওয়া হয়নি।

যা হোক, ব্যাসেলে এসে সেমিনারে অংশগ্রহণ ও কয়েকদিন অবস্থান নিঃসন্দেহে আমার পেশাগত জীবনে অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতা, একই সাথে উজ্জ্বলতম সুযোগ। এটি একদিকে যেমন আমার তথ্যভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ, অপরদিকে প্রেরণা দিয়েছে আরো উদ্যম নিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর।

■ *লেখক : ডিডি, এফএসডি, প্র.কা.*

২০১৪ সালে এইচএসসিতে জিপিএ-৫

সুদিপ্ত বিশ্বাস
ঢাকা কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সুমতি রানী দাস
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)
পিতা: খগেশ বিশ্বাস

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
ঢাকা সিটি কলেজ (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: উম্মেহানী
পিতা: মোঃ তাজুল ইসলাম
(জেডি, পিআরএল)

আনিকা নাওয়ার ফাগুন
ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: ফাহমিদা ইয়াসমিন
পিতা: মোঃ আমির হোসেন
(ডিডি, বিআরপিডি, প্র.কা.)

মোঃ রাকিব খান
ঢাকা সিটি কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ)

মাতা: সালমা আক্তার
পিতা: মোঃ আজম খান
(সিনিয়র কেয়ারটেকার, মতিঝিল অফিস)

আনিকা বুশরা শাম্মী
সিলেট জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: আলেয়া ফেরদৌসী
পিতা: মোঃ আব্দুল হাফিজ
(ডিডি, সিলেট অফিস)

রিজা আহমেদ আশা
ঢাকা সিটি কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: খাদেজা আক্তার খানম
পিতা: আহাম্মদ হোসেন
(ডিডি, ডিজি-২ শাখা, প্র.কা.)

ফাহ্‌মিদা কানিজ তিথি
সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রাশেদা বেগম
পিতা: মোঃ আবুল বাসার
(ডিএম, সদরঘাট অফিস)

খাদিজা-তুন-ইসলাম
শামছুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: বেগম রোকেয়া
পিতা: মোঃ শফিকুল ইসলাম
(ডিজিএম, পিআরএল)

ইশতিয়াক আহমেদ ভূঁইয়া
এমসি কলেজ, সিলেট (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শিমূল আক্তার
পিতা: মোঃ শায়েদ ইকবাল ভূঁইয়া
(ডিডি, সিলেট অফিস)

মোঃ লসকর মাহদী আরিফ
সিলেট কমার্স কলেজ (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: ফাতেমা আক্তার চৌধুরী
পিতা: মোঃ আছাদ উদ্দিন
(সিনিয়র কেয়ারটেকার, সিলেট অফিস)

তাহমিন জাহান (ঝুমা)
লতিফা শফি চৌধুরী মহিলা ডিগ্রি কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ)

মাতা: সুফিয়া বেগম
পিতা: মোঃ জুবের আহমদ
(সিনিয়র কেয়ারটেকার, সিলেট অফিস)

মুজাদ্দিদুল ইসলাম চৌধুরী
ঢাকা সিটি কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মরহুমা দিলারা বেগম
(সাবেক ডিজিএম, বিবিটিএ)
পিতা: মোজাম্মেল ইসলাম চৌধুরী

জেরিন-এ-গুলশান
ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: জাহান-এ-গুলশান
পিতা: জহির মুহম্মদ
(ডিডি, ইডি-১১ শাখা, প্র.কা.)

২০১৪ সালে এসএসসিতে জিপিএ-৫

অমিত রায়
মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: জ্যোৎস্না রানী রায়
পিতা: গৌরাঙ্গ রায়
(ডিডি, ইএমডি, প্র.কা.)

অনিক রায়
মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: জ্যোৎস্না রানী রায়
পিতা: গৌরাঙ্গ রায়
(ডিডি, ইএমডি, প্র.কা.)

মোঃ সাব্বির হাসান (অমি)
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: সেলিনা মমতাজ
(ডিডি, একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, প্র.কা.)
পিতা: মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
(ডিডি, আইএডি, প্র.কা.)

২০১৩ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

মুন্সী মোঃ ওমর ফারুক
এ, কে, হাই স্কুল

মাতা: মোছাঃ রেহেনা বেগম
পিতা: মোঃ আবদুছ ছাত্তার মুন্সী
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

যাঁরা অবসরে গেলেন...

মোঃ আবুল কাশেম-৩

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
৩/৬/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি :
১৯/৯/২০১৪
বিভাগ: এইচআরডি-১

মোঃ আব্দুল খালেক-৩

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
২/৬/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি :
১৫/৮/২০১৪
খুলনা অফিস

শহীদুল আলম

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
২/৮/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি :
১২/৮/২০১৪
খুলনা অফিস

দে নিতাই চন্দ্র

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
৩০/১/১৯৮২
অবসর উত্তর ছুটি :
১/৯/২০১৪
খুলনা অফিস

মোঃ রোস্তম আলী

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
২৩/২/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি :
২৪/৯/২০১৪
বিভাগ : ডিসিপি

মোঃ রেজ্জাক মিয়া

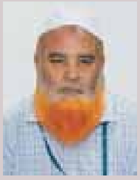

(সিনিয়র কেয়ারটেকার)
ব্যাংকে যোগদান :
৫/৭/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি :
১৮/৯/২০১৪
বিভাগ : সিএসডি-২

শোক সংবাদ

সৈয়দ ফিদা হুসেইন

(সাবেক নির্বাহী পরিচালক)
জন্ম : ১/৩/১৯৩৬
ব্যাংকে যোগদান :
১১/১১/১৯৫৯
মৃত্যু : ২২/৮/২০১৪

কে, এম, ওয়ালিয়ার রহমান শরীফ

(সাবেক উপমহাব্যবস্থাপক)
জন্ম : ১৪/০৯/১৯৪৮
ব্যাংকে যোগদান :
৬/১২/১৯৭৬
মৃত্যু : ২৯/৯/২০১৪

মোহাম্মদ ইসমাইল

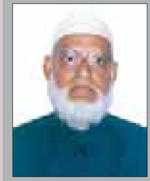

(সাবেক যুগ্মপরিচালক)
জন্ম : ৫/৬/১৯৪৩
ব্যাংকে যোগদান :
০১/০৯/১৯৬৭
মৃত্যু : ২৯/০৮/২০১৪

মোঃ মহসিন

(সাবেক উপব্যবস্থাপক)
জন্ম : ৫/৬/১৯৫৫
ব্যাংকে যোগদান :
৬/২/১৯৮৩
মৃত্যু : ৪/১০/২০১৪

মোঃ আবদুল কুদ্দুস

(উপপরিচালক)
জন্ম : ১/১১/১৯৬১
ব্যাংকে যোগদান :
৫/২/১৯৮২
মৃত্যু : ২৫/৯/২০১৪

মোঃ আব্দুল কাইয়ুম

(সাবেক যুগ্মপরিচালক)
জন্ম : ৩০/১১/১৯৪৩
ব্যাংকে যোগদান : ১/৯/১৯৬৭
মৃত্যু : ৩০/৮/২০১৪

তথ্য ও উপাত্ত

মাথাপিছু গড় আয় (মার্কিন ডলার)

২০১৩ সালে ১০৫৪ মার্কিন ডলার
২০১৪ সালে ১১৯০ মার্কিন ডলার*

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

২১ অক্টোবর ২০১৩ : ১৬৯৩২.৬৫
২১ অক্টোবর ২০১৪ : ২২২২৩.৯৫

প্রবাসী আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সেপ্টেম্বর ২০১৩ : ১০২৫.৬৯
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩-১৪ : ৩২৭০.৪২
সেপ্টেম্বর ২০১৪ : ১৩১৯.৩৪
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪-১৫ : ৩৯৮৫.০৭

ঋণপত্র (এলসি) খোলা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

আগস্ট ২০১৩ : ২৭৩৯.৮৮
জুলাই-আগস্ট ২০১৩-১৪ : ৬৪৫৭.৬৪
আগস্ট ২০১৪ : ৩৪৭৫.০১
জুলাই-আগস্ট ২০১৪-১৫ : ৭১৩০.৬৬

রিজার্ভ মানি স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

আগস্ট ২০১৩ পর্যন্ত : ১১৭৩.৫০
আগস্ট ২০১৪ পর্যন্ত : ১৩৬৮.৩৭

মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

আগস্ট ২০১৩ পর্যন্ত : ৫৮১২.০৬
আগস্ট ২০১৪ পর্যন্ত : ৬৪৭২.২৫

বেসরকারি খাতে ঋণের স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

আগস্ট ২০১৩ পর্যন্ত : ৪৬০৬.১৯
আগস্ট ২০১৪ পর্যন্ত : ৫১৩০.৮৩

জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক**

সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত
১২ মাসের গড় ভিত্তিক - ৭.৩৭
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক - ৭.১৩
সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ১২
মাসের গড় ভিত্তিক - ৭.২২
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক - ৬.৮৪

(উৎস :
তথ্য ও জনসংযোগ উপবিভাগ, গভর্নর সচিবালয়
*= নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬=১০০ অনুসারে)

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র

দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকার প্রতিনিয়ত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে। ২০১৩ সালের জুলাই পর্যন্ত সরকারি এক হিসাব মতে বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি এবং প্রতিদিন তা ১.৫৯% হারে বাড়ছে। বিপুল জনসংখ্যার কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে তথা উন্নত বিশ্বে 'উন্নয়নশীল দেশ' হিসেবেই পরিচিত। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশ সরকারের জন্য সবসময়ের চ্যালেঞ্জ। সরকারের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়তার জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিবার পরিকল্পনার প্রতি সচেতন করতে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে। সেসাথে এ বিষয়ক স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার প্রয়োজনীয় উদ্যোগও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নেয়া হচ্ছে। সরকারের সাথে একাত্মতা বজায় রেখে বাংলাদেশ ব্যাংকও তার কর্মীদের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ে চিকিৎসা কেন্দ্রের পাশেই একটি 'পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র' চালু রয়েছে।

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সেবা প্রদান করা হচ্ছে

পরিবার ছোট রাখতে এ কেন্দ্র থেকে পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়। আশির দশকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে সরকারিভাবে ব্যাপক প্রচার চালানো হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রধান কার্যালয় চত্বরে সরকারি পরিবার পরিকল্পনার একটি কেন্দ্র খোলা হবে। এতে ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সেবা পাবে আবার সরকারের কার্যক্রমেও সফলতা আসবে। সে ভাবনা থেকেই বাংলাদেশ ব্যাংক আনুমানিক ১৯৯০ সালে প্রধান কার্যালয়ের তৎকালীন চিকিৎসা কেন্দ্রের পাশের একটি কক্ষে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের জন্য অফিস খোলার অনুমতি প্রদান করে। তখন থেকেই এখানে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবা এবং পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে যে কর্মকর্তা এই সেবা প্রদান করেন তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের 'ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর' বা 'পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক'। সেবা প্রদান কেন্দ্রটি সপ্তাহে ৪দিন খোলা থাকে। রবি, সোম, বুধ ও বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। ব্যাংকের যে কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী এখান থেকে পরামর্শ নিতে পারে। কেন্দ্র থেকে সেবা গ্রহণকারী কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে কথা বলে জানা গেছে, কোন সেবা বা পরামর্শ গ্রহণ করার পর শারীরিকভাবে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সাধারণত হয় না। তবে সমস্যা হলে কেন্দ্র দ্রুত পরামর্শ প্রদান করে। ২০১৪ সালের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট ১০৪৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী এখান থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন। এখানে প্রসূতি মায়েদেরও বিভিন্ন টিকা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

এ কেন্দ্রটি থাকার সুবাদে সেবা গ্রহণকারী ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে বাংলাদেশ ব্যাংকের এই উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।